ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ২০ সফর, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারী, ২০১২ ঈসাব্দ

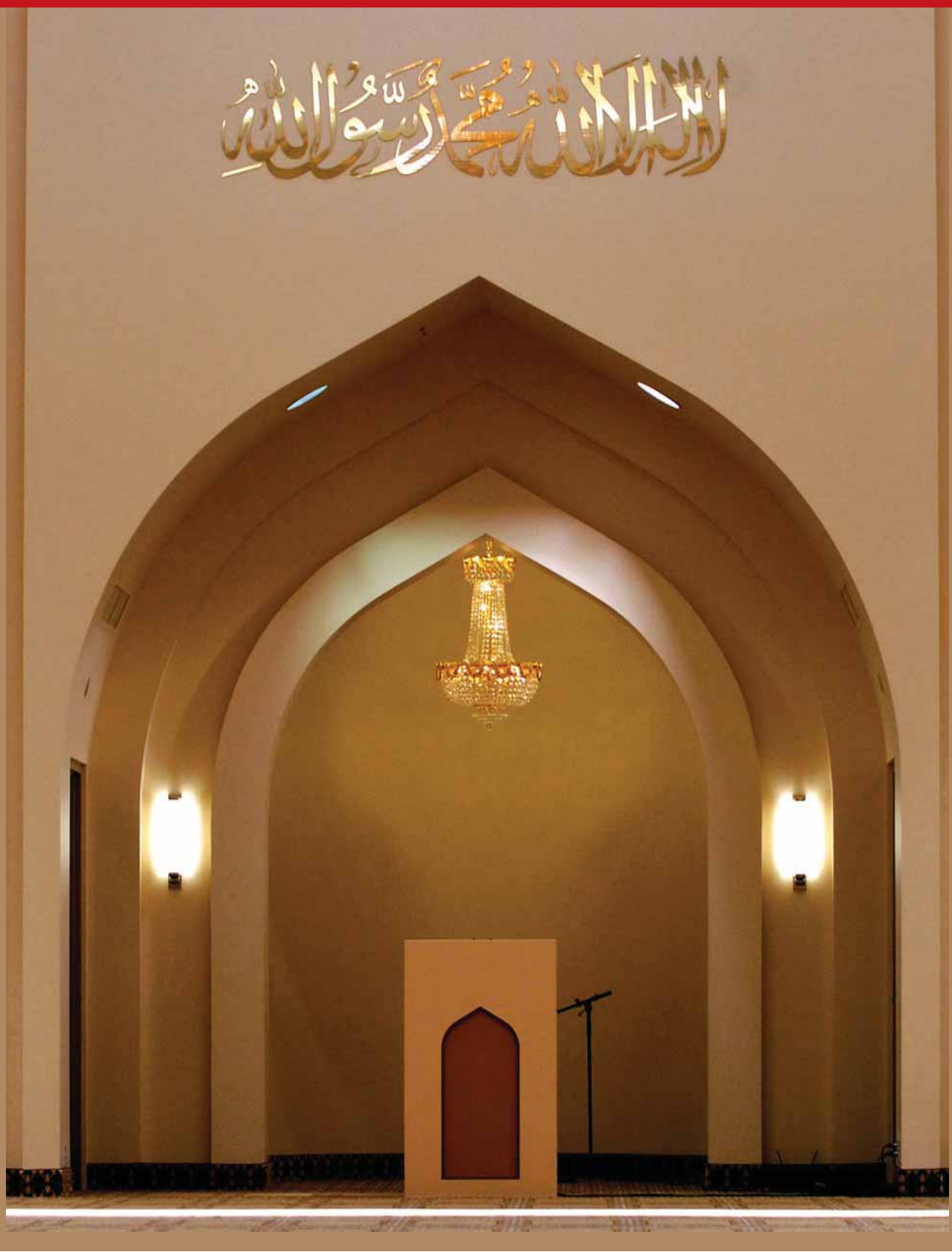

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

Member | REHAB

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6,
Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon
Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্প, সুনামি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রদত্ত সতর্ক সংকেত

mPxc Î

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের ওপর নেমে এসেছে নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়। কখনো ভূমিকম্প, কখনো ভূমিধ্বস, কখনো জলোচ্ছাস আবার কখনো বন্যা-সুনামিসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর এসব দুর্যোগে বিভিন্ন সময়ে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ।

নিশ্চয় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগার কথা এসব দুর্যোগ ও বিপর্যয় কেন হয়। অনেকে বলে থাকেন, এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ বিপর্যয়, মানুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধের বহি:প্রকাশ। এসব নিয়ে মানুষ যা-ই বলুক না কেন আসল সত্য হলো এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর অপরাধীদের শাস্তি দিচ্ছেন। আর পরীক্ষা হচ্ছে মু'মিন মুত্তাকি বান্দাদের। পৃথিবীতে জুলুম অত্যাচারের রাজত্ব যখন কায়েম হয় আর খোদা প্রদত্ব শিক্ষাকে মানুষ ভুলে বসে এবং খোদার প্রেরীতকে অশ্বীকার করে তখনই আল্লাহ্ তাআলা এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করেন যে এখনো সময় আছে খোদার প্রত্যাদিষ্টকে গ্রহণ করো। তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। অতীতকালের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে বিভিন্ন অবাধ্য জাতিকে ভূমিকম্প, ভূমিধ্বসসহ আরো বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছেন। ভূগর্ভস্থ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও বিরাজমান। এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে বলেন,

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া তুমি নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখিতেছি এবং জনপদগুলোকে জনশূন্য পাইতেছি এবং জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্রমুর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কান আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূর নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। (কিশ্‌তিয়ে নূহ্)

দুর্যোগ-পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের পেছনে লক্ষ-কোটি ডলার খরচ করলেও তা মানব-আয়ত্বের নাগালের বাইরেই রয়ে যাচ্ছে। আবার যদি কখনও তা সম্ভব হয়, তবে নবরূপে আরও ভয়ঙ্কর কোন দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা বিচিত্র নয়। আসলে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যখন কোন আযাব আসে তা প্রতিরোধ করার মত শক্তি কারো নেই। মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করে যুগের সতর্ককারীকে চেনার এবং তাঁকে মান্য করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

১৫ জানুয়ারী ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
৯ ডিসেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
২৩ ডিসেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১২
জার্মানীর মুবাল্লেগগণকে হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত **অমূল্য দিকনির্দেশনা**	১৯
জেহাদ **আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্মানুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়** হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৫) (রা.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা	২২
'বেদ'-এ হযরত মুহাম্মদ (সা.) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২৪
ভূমিকম্প ও মহাপ্লাবনের ধ্বংসলীলা **ঐশী আযাব না প্রাকৃতিক দুর্যোগ ?** মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২৬
খিলাফতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও **আনুগত্যের অম্লান সাক্ষ্য** মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯
একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর চির বিদায় মুহাম্মদ আমীর হোসেন	৩১
সংবাদ	৩২
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
সত্যের সন্ধানে	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮। তারা বলল, 'হে আমার পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমরাই ছিলাম দোষী।'

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۹۹﴾

৯৯। সে বললো, 'আমি অবশ্যই আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বারবার কৃপাকারী।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০। এরপর তারা (সবাই) যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো সে তার পিতামাতাকে[১৪১০] তার নিজের পাশে স্থান দিল (অর্থাৎ তাদের স্বাগত জানালো) এবং বললো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ কর।'

وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۱﴾

১০১। আর সে তার পিতামাতাকে সসম্মানে সিংহাসনে[১৪১১] বসালো এবং তারা সবাই তার[১৪১২] জন্য (আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরে) সিজদায় পড়ে গেল। সে বললো, 'হে আমাদের পিতা! এ যে আমার সেই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই তা সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার[১৪১৩] হতে বের করে এনেছিলেন এবং (তিনি আমার ওপর তখনো অনুগ্রহ করেছেন যখন) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মরু অঞ্চল থেকে তিনি তোমাদেরকে (আমার কাছে) নিয়ে এলেন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান (তার প্রতি) অতি সদয় আচরণ করেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৪১০। হযরত ইউসুফ (আ.) এর আপন মা রাহেল পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু এই আয়াত 'আবওয়ায়হে অর্থ পিতা-মাতা' শব্দটি এটাই ব্যক্ত করছে যে, সৎ মাও গর্ভধারিণী মায়ের সমানই ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী রাখে।

১৪১১। এই বাক্যাংশের অর্থ এও হতে পারে যে ইউসুফ (আ.) তাঁর মা-বাবাকে বাদশাহর সম্মুখে হাজির করলেন (আদি-৪৭ : ২,৭) অথবা বাদশাহ্‌র অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজ সিংহাসনের উপরে বসালেন। প্রাচীনকালে বাদশাহ্‌র মন্ত্রীগণেরও নিজ নিজ সিংহাসন থাকতো।

১৪১২। ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরা ও পিতা-মাতা সিজদায় পরে সেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যাঁর দয়ায় ইউসুফ (আ.) এরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এখানে ইউসুফ (আ.) সিজদার লক্ষ্য ছিলেন না, উপলক্ষ্য ছিলেন মাত্র।

১৪১৩। 'যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে বের করে এনেছিলেন' এখানে মহান আল্লাহ্ তাআলার দয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে ইউসুফ (আ.) শুধু কারা-মুক্তির কথাই প্রকাশ করছেন, কূপ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। কারণ এতে তার ভাইয়েরা লজ্জা বোধ করতো।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।"

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল তখন আমি আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপাসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্‌' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ ডিসেম্বর ২০১১-এর (৯ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

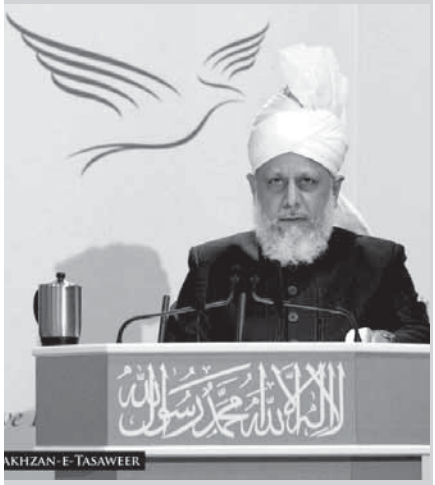

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিরোধীরা কখনও দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নয় বরং জেদ, হঠকারিতা, অহংকার এবং হীন স্বার্থের খাতিরে তাঁর (আ.)-এর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। এর বিপরিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাজার হাজার দলিল প্রমাণ দিয়ে কুরআন, হাদীস, এবং অতীতের খোদাভীরু আলেমদের বক্তব্য ও বিভিন্ন তফসীরের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন ও হাদীস গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। তারপর তিনি (আ.) নিজের সমর্থনে ঐশী নিদর্শনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা তিনি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মোহর লেগে যায়, যাদের তিনি হেদায়েত দিতে না চান, তাদের কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। তাদের হৃদয়ের উপর যে তালা লেগেছে তা কেউ খুলতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবান মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাদের অদৃষ্টে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়েত লিখে রেখেছিলেন তাঁরা দীক্ষা বা বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু যারা নামধারী আলেম-ওলামার ভয়ে বা তাদের অনুকরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেনি তারা এশী কৃপা বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, আধ্যাত্মিক বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সেই কৃপা ও বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত রইল। এর বিপরিতে আমি যেমন বললাম আল্লাহ্ যাদের হেদায়েত দিতে চান যাদের মাঝে নেকী আছে, যারা সৎ প্রকৃতির তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে নিচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও মেনেছেন আজও মানছেন। কারণ তারা জানেন যে নৈরাজ্যের যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের কথা ছিল সেসব ফেৎনা ফাসাদের লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহজাগতিক কামনা-বাসনা অনেক বেশী এবং আল্লাহ্‌র ভয় কমে গেছে। এটি এতটা বেড়ে গেছে যে নাম সর্বস্ব মৌলভী এবং তাদের চেলারা অধ:পতনের চরমে পৌঁছে গেছে। তারা এতবেশী অধঃপতিত হয়েছে যে, আহমদীদের উপর নির্যাতনের জন্য কুরআন মজিদ এবং মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করতে বিরত হয় না এবং বলে যে এটা আহমদীরা করেছে।

তারা নিজেরা কুরআন শরিফের পবিত্র ও বরকত মন্ডিত পৃষ্ঠা মাটিতে, নর্দমায় বা ময়লা আবর্জনার টুকরিতে ফেলে দিয়ে কোন আহমদীকে অভিযুক্ত করে। অথচ আহমদীর কাঁধে যে ফেরেস্তারা আছেন তারাও জানতে পারেন না যে এসব কি হচ্ছে? সেই আহমদী কেবল তখন জানতে পারে যখন তাকে গ্রেফতার করার জন্য বাড়ীতে পুলিশ আসে বা রাস্তায় তার বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। তারা এটাও করে যেমন স্কুলের দেয়ালে বা আপত্তিকর

জায়গায় অন্যায়ভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূল করিম (সা.)-এর নাম লেখে তারপর ঐ স্কুলের কোন আহমদী ছাত্রের উপর এর দায়ভার চাপিয়ে দেয়। তারপর ঐ ছাত্রকে স্কুল থেকে বের করে দেয়, তার উপর অত্যাচার চালায়, মারধর করে। শুধু তাই নয়, বরং রসূল (সা.)-এর অবমাননার মামলা তার উপর চাপানোর চেষ্টা করা হয় যার কোন জামিন পাওয়া যায় না এবং শাস্তিও সর্বোচ্চ। অথচ হযরত নবী করিম (সা.)-এর সম্মান রক্ষার খাতিরে প্রত্যেক আহমদী নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। কেবল নিজেই নয় বরং তার নিজ সন্তানদেরও উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। আমাদের নিরোপরাধ ছেলে মেয়েদের প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা হয়, যে বিষয়ে তারা কখনো ভাবতেও পারে না। নৈতিক অবঃক্ষয় যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় খোদাভীতি যখন পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নীচ ও হীন আচার আচরণ চরমে পৌঁছে যায় তখন নিপীড়িতদের আর্তনাদ, দোয়া ও আহাযারী স্বীয় ফলাফল প্রকাশ করে থাকে।

কাজেই বর্তমানে পাকিস্তানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, যে পরিস্থিতির মাঝে আহমদীরা দিনাতিপাত করছেন, এমতাবস্থায় যেভাবে আমি পূর্বেও বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আমাদের দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু যেন শুধু আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের উন্নতির জন্যই হয়। যাতে করে আল্লাহ্ তা'লা সে সব লোকদেরকে অচিরেই ধৃত করেন যারা আল্লাহ্, ইসলাম নামে চরম অত্যাচার করছে, আল্লাহ, ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুর্নাম করার চেষ্টা করছে। আর আমাদেরকে এ দোয়ার প্রতিও মনোযোগী হওয়া উচিত যে, তাদের মধ্য থেকে যারা সৎপ্রকৃতির অধিকারী আল্লাহ্ তা'লা তাদের যুগ ইমামকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দেয়ার তৌফীক দান করেন। এম.টি.এ-তে আমাদের যে সকল অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারিত হয় বিশেষ করে লাইভ অনুষ্ঠানে অনেক ফোনকারী বাস্তবতা উপলব্ধির পর বয়াত করে থাকেন। সুতরাং মুসলমানদের অধিকাংশই এই অশান্তি ও অত্যাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এমন নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক, একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী লোক ভয় ও অজ্ঞতার জন্য আহমদীয়াতের বার্তা বুঝতে চায় না, আর বুঝলেও রাষ্ট্রীয় আইনের ভয়ে ভীত। আর মোল্লাদের ভয়ে রাষ্ট্রের আইন আহমদীদের সাধারণ নাগরিক অধিকার দিতেও প্রস্তুত নয়। এখানে আইনের শাসন নয় বরং সেখানে এখন মোল্লাদের শাসন চলছে। অল্পজ্ঞানী মোল্লারা বলে, নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করি) আহমদীরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবর্তে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে শেষ নবী বলে মান্য করে অথচ এটা পুরোপুরি ভুল কথা। আমরা তো বলি, মহানবী (সা.)-এর এ নিষ্ঠাবান প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং সকল নবীর প্রতিচ্ছবিরূপে সমস্ত ধর্মের মান্যকারীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদতলে একত্রিত করতে এসেছেন। তিনি তাঁর দলিল ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিশ্ববাসীর মুখ বন্ধ করেছেন। ইসলামের উপর আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি এক সীসা গলিত প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেছেন। তিনি তাঁর দলীল ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর উপর হামলাকারীদের শুধু প্রতিহতই করেন নি বরং পিছু হটিয়েছেন। বরং এ সব দলীল প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তিনি শত্রুদের উপর এমন আক্রমণ করেছেন যে, পলায়ন ছাড়া তাদের জন্য আর কোন পথই খোলা থাকেনি।

তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছে, (বনীইস্রাঈল) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا অর্থাৎ সত্য এসেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। মিথ্যার অদৃষ্টে পলায়নই লিখা থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতেই সমস্ত কল্যাণ। অতএব যিনি শিখিয়েছেন এবং শিখেছেন উভয়েই কল্যাণমন্ডিত। এ সব ইলহাম এবং এর সাথে ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় আরো কিছু ইলহাম উল্লেখের পর তিনি তাঁর 'তিরিয়াকুল কুলূব' পুস্তকে লিখেন, ''এ সব ইলহামে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমরা হাতে এবং আমারই মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা আর বিরোধী ধর্মগুলোর মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবেন।

অতএব, আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে। কেননা আমার বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধবাদী তার ধর্মের সত্যতা প্রমাণের সামর্থ রাখে না। আমার হাত দ্বারা ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে এবং আমার কলম দ্বারা কুরআনের প্রকৃত তত্ত্ব ও মা'রেফত দেদীপ্যমান। উঠো! সারা পৃথিবীতে খুজে দেখ, খ্রিস্টান, শিখ, ইহুদী অথবা অন্য কোন ফির্কার মাঝে কি এমন কেউ আছে যে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে, সুক্ষ তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনায় এবং সত্য বলার বিষয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে? আমি সেই সত্ত্বা যার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তার যুগে (ইসলাম ছাড়া) সব ধর্মই বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম এমনভাবে ঝলমল করবে যে মধ্য যুগে যা কখনও ঘটেনি।"

অতএব ইসলামের সুন্দর শিক্ষা আজ আমরা তাঁর (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে দেখছি। বর্তমানে শুধু মাত্র তাঁর (আ.) এর অনুসারিদেরকে খিলাফতের ছায়ায় সুশৃঙ্খলভাবে এবং এক ব্যবস্থাপনার অধিনে সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ করতে দেখছি। ইসলামের এ প্রচার আফ্রিকাতে হোক বা ইউরোপে, অন্য কোন মহাদেশ বা দেশেই হোক কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতই ইসলামের সঠিক ও প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছে।

কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ওপর ইসলামের শত্রুদের আক্রমনের প্রেক্ষাপটে আমি যখন জামাতকে বললাম, তোমরা কুরআনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর এবং কুরআনের সুমহান শিক্ষা তুলে ধর। এর ফলে আল্লাহর কৃপায় বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে এসম্পর্কিত রিপোর্ট আসছে। এ সব প্রদর্শনীতে আগমনকারী অমুসলিমরা মন্তব্য করেছে, তোমরা যে ইসলাম, কুরআন ও কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করছো তা দেখে শুনে আমরা আশ্চর্য বোধ করছি। আমরা এ সুমহান শিক্ষার বিরোধীতা কিভাবে করছি তা ভেবে অবাক লাগে। ইসলামের সুমহান শিক্ষার এ সুন্দর দিকটি আমাদের সামনে কখনো আসেইনি। এটা আমাদের অজ্ঞতা। তাদের অধিকাংশই দু:খ প্রকাশ করেছেন। তারা কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী বই পুস্তক নিজেদের সাথে নিয়ে যান।

এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সুশিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যন্য ধর্মালম্বীরাও রয়েছেন। বিনা ব্যতিক্রমে সবাই এ কাজের প্রশংসা করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল মোল্লাদের একটি শ্রেণী কোন কোন দেশে এর বিরোধীতা করছে। ইসলামের এ সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার

বিরোধীতা করছে। হয়তো আমি পূর্বেও এ ঘটনার এখানে উল্লেখ করেছি যে ভারতের দিল্লীতে ভাড়া করা সরকারী এক বড় হলে আমরা কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সেখানে মোল্লারা কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারীদের নিয়ে এসে এতো গন্ডোগোল করে যে তিনদিনের এ প্রদর্শনীকে দু'দিনে গুটিয়ে ফেলতে হয়। তথাপি এ দু'দিনেও সেখানে এক গভীর প্রভাবে পড়েছে। সেখানকার একজন শিক্ষিত, ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তি কুরআন প্রদর্শনী দেখার পর কাদিয়ানে আসেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার কাদীয়ানে এসেছি। যারা কুরআনের এবং ইসলামের এত বড় সেবা করছে তাদের আবাসস্থল দেখার আমার ইচ্ছা হলো। তিনি কাদিয়ান ঘুরে দেখেন এবং প্রভাবান্বিত হয়। অত্যন্ত দু:খের সাথে বলছি এখানে যুক্তরাজ্যে কিছুদিন পূর্বে এক স্থানে কুরআন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হলে মোল্লাদের হৈহুল্লুড়ের কারণে পুলিশ আমাদের ব্যাবস্থাপনায় প্রদর্শনী না করার অনুরোধ করে। নিয়মানুযায়ী এমন অনুরোধ আমাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাখান করা উচিত। কিন্তু সেখানকার জামাত বা স্থানীয় ব্যবস্থাপনা তাদের অনুরোধ মেনে নেয় এবং প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। এদেশ ও ইউরোপে যেখানে সবধরনের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয় সেখানেও যদি মোল্লাদের প্রশ্রয় দেই তবে এখানেও আমরা ধর্মীয় উগ্রতাকে উৎসাহিত করবে।

আমাদের একথা প্রশাসনকেও ভালভাবে বুঝাতে হবে এবং সেখানে পুনরায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বলেন নিরবে প্রদর্শনী করা উচিত। নিরবে প্রদর্শনী করলে কী লাভ হবে? একদিকে আমাদের দাবী হলো আমরা আল্লাহ্‌র বীরের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো আর অপরদিকে কপটতা প্রদর্শন করবো! এটি হতে পারে না। আমি যেভাবে বলেছি, এ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। সরকার দাবী করে, এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই প্রশাসনকে বলুন, তোমাদের কাজ হলো আইন প্রয়োগ করা এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা। তোমরা এ দায়িত্ব পালন কর।

যা হোক, এই হলো মোল্লাদের অবস্থা, অমুসলিম দেশসমূহে যেমন ভারত অথবা যুক্তরাজ্যে যখন কুরআন এবং ইসলামের বাণী পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো হয় তখন অমুসলিম নয় বরং এই নাম সর্বস্ব মুসলিম আলেমরাই এর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয় আর বলে, এই ভয়ানক কাজ, কুরআন করীমের অনুপম শিক্ষা প্রচারের কাজ আহমদীরা করছে এটা কিভাবে হতে পারে আমরা এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এই হলো ইসলামের তথাকথিত ঠিকাদারের আসল চেহারা ও স্বরূপ। কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদেরকে যেকোন অবস্থায় ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করতে হবে এবং আমরা কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবই, ইনশাআল্লাহ তা'লা।

আমি যেভাবে বলেছি পশ্চিমা দেশগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা আইনের সামনে সবাইকে সমান চোখে দেখে থাকে তাই এখানে আমাদের কাজ-কর্মে কেউ বাধা দিলে আইনের সাহায্য নেয়া উচিত। এখানে আমি তাদের আইনের সৎ গুণের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি, সম্প্রতি আমি ইউরোপ সফরে গিয়েছিলাম আর ফেরার পথে হল্যান্ডেও একটি জুমুআ পড়েছিলাম এবং সেখানে প্রদত্ত খুতবায় আমি সেখানকার রাজনৈতিবিদ, সংসদ সদস্য এবং একটি দলের নেতা যার নাম গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তিতে তোমরা যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, অশালীন কথাবার্তা বলছো, চরম শত্রুতা করছো এ থেকে বিরত হও নতুবা সেই খোদার লাঠিকে ভয় কর যা নিরব এবং নির্ধারিত সময়ে তোমাদের মত লোকদের ধ্বংস ও নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়।

সেই খোদা তোমাদের মত লোকদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন। আমি এটিও বলেছিলাম, আমাদের কাছে কোন জাগতিক ক্ষমতা নেই আমরা দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের মত লোকদের মোকাবেলা করবো। আমাদের প্রেস বিভাগের ইনচার্জ যখন খুতবার সারাংশ সম্বলিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বানিয়ে আমার কাছে এনেছেন তখন অন্যান্য বিষয় তো তিনি লিখেছিলেন কিন্তু এই বাক্যটি তিনি লিখেননি। আমি তাকে বলেছি, এ বাক্যটি অবশ্যই লিখুন 'আমাদের কাছে পার্থিব কোন অস্ত্র নেই'। কিন্তু আমি বলেছিলাম, 'আমরা দোয়া করি, তুমি এবং তোমার মত যারা আছে তারা যেন নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যায়'। সত্য কথা হলো আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদীদের এবং শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলা দলিল-প্রমাণ এবং দোয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যাইহোক, রাজনৈতিক গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স আমাদের এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পড়ে সরকারকে চিঠি লিখেছে এবং সরকারের কাছে অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছে।

যখন প্রশ্ন সেখানে গেল এবং পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে তা প্রচারিত হলো সেখানকার জামাত আমাকে সে সম্পর্কে পত্র লিখেছে, আর এমন ভাবে লিখেছে মনে হয় কিছুটা ভীতি কাজ করছিল। এতে আমি তাদের বলেছিলাম, যদি স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে ভয় পাবার দরকার নেই। অস্থির হওয়ারও প্রয়োজন নেই, নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। বাজে কার্যকলাপ করে এহেন বিষয়ের ভিত্তি সে ব্যক্তিই রচনা করেছে। সে মহানবী (সা.) সম্পর্কে বাজে চলচিত্রও বানিয়েছে, খুবই আপত্তিকর ভাষা সে ব্যবহার করেছিল, ইসলামের দুর্নাম করেছিল। আমরা তো এর জবাব দিয়েছিলাম মাত্র, খোদা তা'লা তার নবীর বিষয়ে আত্মাভিমান রাখেন এবং ধৃত করতে পারেন। খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত।

যা হোক, সে (গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স) সরকারকে যে প্রশ্ন পাঠিয়েছিল কিছুদিন পর সরকার তার উত্তরও দিয়েছে এবং তা সেখানকার পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে।

গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স প্রথম প্রশ্ন এটি করে যে World Muslim Leader sends warning to Dutch politician Geert Widers শিরোনামে প্রবন্ধটি সম্পর্কে আপনি অর্থাৎ হল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কি অবহিত? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে উত্তর দেন, হ্যাঁ আমি জানি এই প্রবন্ধ আমি পাঠ করেছি। অত:পর আমার নাম উল্লেখ করে এই নেতা মন্ত্রীকে পরবর্তী প্রশ্ন এটি জিজ্ঞেস করেছে যে, মির্যা মাসরূর আহমদ বলেছেন, শোন তুমি ও তোমার দল এবং তোমার মত প্রত্যেক ব্যক্তি পরিশেষে ধ্বংস হবে। সে নিজে এর ব্যাখ্যা করে লিখে, এই নৈরাজ্যকর বিবৃতির পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়

এই ইসলামী দলের বিরূদ্ধে কি পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন? হল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেন, মির্যা মাসরূর আহমদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ রকম ব্যাক্তি বা দল কোন বিদ্রোহ বা কোন যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং কেবল দোয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হবে। (তিনি বলেন) এ বর্ণনায় আমি এমন কোন বিষয় দেখতে পাই না যা বিশৃঙ্খলাকে উসকে দেয় বা যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। তাই আমি আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাই না।

তারপর তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করে, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় হল্যান্ডের, বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এবং মির্যা মাসরূর আহমদের সাথে কি সম্পর্ক? হল্যান্ডের সেই মন্ত্রী জবাব দেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ড, বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরই একটা অংশ। এটা ছিল তার উত্তর এই হলো এসকল লোকদের ন্যায়পরায়নতা। একজন রাজনীতিবিদ যে একটি দলের নেতা ও পার্লামেন্টের সদস্য, একই সাথে তার স্বধর্মীয় কিন্তু সেও যখন প্রশ্ন করে তার প্রশ্নের ন্যায় সঙ্গত উত্তরও প্রদান করা হয়। এখন শুনেছি জামাতের কোন নেতিবাচক দিক সামনে আনার উদ্দেশ্যে সেই নেতা জামাতের ব্যাপারে বিশেষ গবেষণা করছে। কিন্তু জানা দরকার বিরুদ্ধবাদীরা শত চেষ্টা করুক, এটা ঐশী জামাত এবং সর্বদা সে কথাই বলে যা সঠিক ও সত্য। এখানে তারা কেবল এগুলোই দেখবে।

সুতরাং এ যুগের ইমাম আমাদেরকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এবং শত্রুর মুখ দলিল প্রমাণ দ্বারা বন্ধ করার দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। প্রত্যেক আহমদী নিজ নিজ সামর্থ ও সাধ্যানুযায়ী এ কাজ করে চলেছে। যেখানেই ইসলামের উপর ইসলামের শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে দেখে সেখানেই আহমদীগণ তা প্রতিরোধ করেন এবং দাঁত ভাঙ্গা জবাবও প্রদান করেন এবং পৃথিবীবাসীকে বুঝায়ও । আর এটি হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই প্রাপ্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞান যা আমরা ব্যবহার করে থাকি। যার বদৌলতে প্রত্যেক আহমদী কোন হিনমন্যতা ছাড়াই বড় বড় নেতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছেন।

অন্যরা নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেও, তারা যায় সাহায্য বা কোন জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কখনো ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সৎসাহস দেখায় না। কয়েকদিন পূর্বে আমাদের কাবাবীর জামাতের আমীর সাহেবের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে ইটালী যাওয়ার সুযোগ হয়। যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে এই প্রতিনিধি দলে সব ধর্মের প্রতিনিধি তারা রেখেছে এটি একটি ধর্মীয় সফর পোপের সাথে সাক্ষাত হবে বরং পোপের আমন্ত্রনে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে যদি আপনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন আপনার পক্ষ থেকে পোপকে উপহার স্বরূপ কোরআন করিম এবং আপনার কোন বাণী দিতে চাই। আমি তাকে বললাম, খুব ভালকথা, দিন। তাকে আমি এখান থেকে নিজ বাণী লিখিয়ে পাঠালাম যে গিয়ে পোপকে দিয়ে দিন। তিনি এর ফটোকপি করে নিয়েছেন সেখানে পোপকেও দিয়েছেন এবং ভেটিকানের বড় বড় পাদ্রীদেরও দিয়েছেন। পোপকে উপহার স্বরূপ কুরআন করিমও দিয়েছেন। উপহার দেয়ার ছবি স্থানীয় পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তিনি এরপর যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এর একটি অংশ পড়ে শুনাচ্ছি।

শারিফ ওদে সাহেব লেখেন, আমি ইটালির পোপের আবাসস্থল ভেটিকান সিটিতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছি যাদের মধ্যে ইসরাইলের খাখাম আযম অর্থাৎ ইহুদীদের সবচেয়ে বড় রিবায়ী এবং কিছু খ্রিস্টান আপর কিছু ইহুদী ও কতক মুসলমান কর্মকর্তাগন শামিল ছিলেন। খাকসার পোপকে হুযূরের চিঠি দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, এ চিঠিতে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতার গুরুত্বপূর্ন বাণী রয়েছে। তিনি এ চিঠি স্বয়ং নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে আমি তাকে ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদকৃত একটি কুরআন শরীফ উপহার হিসেবে প্রদান করেছি। ইটালিয়ান ও ইসরাইলী টিভি অধিকন্তু ইতালীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও আর ইসরাঈলের আরবী ও ইবরানী পত্র-পত্রিকা পোপের সাথে খাকসারের ছবি প্রকাশ করেছে। সাক্ষাতের পর ভেটিকান রেডিওতে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়, আমি সেখানে হুযূরের পত্রের উল্লেখ করেছি এবং উক্ত পত্রের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছি অত:পর সাংবাদিকদের মাঝে উক্ত চিঠির ফটোকপি বন্টন করি। এমনিভাবে আমি ভেটিকানের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক চার্চের দায়িত্বে নিয়োজিত কার্ডিনালদেরও এর অনুলিপি সরবরাহ করেছি। আমি আন্তধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিটির সাথেও সাক্ষাত করেছি আর যে পত্র পোপকে লিখেছিলাম তার সারাংশ হল, প্রথমে কিছু দোয়া ছিল এর পর কুরআন করিমের নিম্নোক্ত আয়াতটি ছিল,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

(আলে ইমরান) অর্থাৎ: তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! এ বাক্যটির দিকে আস যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের জন্য সমান আর তা হল, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করব না আর না-ই কারো সাথে তাঁকে শরিক করব। আর আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে প্রভূজ্ঞান করবে না।

এছাড়া আমি যা লিখেছি তার সারসংক্ষেপ বলছি, বর্তমান যুগে ইসলামকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে। যদিও কতক মুসলমানের কর্মকান্ডের দরুন এমনটি হচ্ছে কিন্তু যে যুক্তিতে আক্রমন করা হচ্ছে তা একেবারেই ভুল। মুসলমানদের এই শ্রেণীর ভ্রান্ত কর্মকান্ডের দরুন শিক্ষিত লোকেরাও ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধাচারন করতে দ্বিধা করে না। যেভাবে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার একটি শিক্ষা থেকে থাকে অথবা ধর্মীয় শিক্ষা থাকে আর তা হলো বান্দাকে খোদার সাথে সম্পৃক্ত করা, ইসলামের শিক্ষা ঠিক এমনি বরং এর চেয়ে উত্তম।

তাই কিছু লোকের ভ্রান্ত কর্মের দরুন ইসলামের ওপর অন্যায় আক্রমণ হওয়া উচিত নয়। ইসলাম আমাদেরকে বাইবেলে এবং কুরআনে উল্লেখিত সকল নবীদের সম্মান করার শিক্ষা দেয়। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নগন্য খাদেম। আমরা তখন মারাত্মকভাবে মর্মাহত হই যখন আমাদের নবী করিম (সা.)-এর সম্মানে

আঘাত করা হয়। আমরা উক্ত আক্রমনের প্রতিউত্তর দিয়ে থাকি তবে তা নবী করিম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ জগতের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে। কুরআনের শিক্ষা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে যা প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা। ইসলামের মূল ভিত্তি হলো-তাকওয়ার উপর পরিচালিত হওয়া। আর এ বাণীকেই সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে আমাদের মসজিদ থেকে পাঁচ বেলা তা প্রতিধ্বনিত হয় যাতে খোদার মহিমা বর্ণনা করা হয়। আর এই ঘোষণা করা হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার রসূল।

আর তাঁকে এটাও লিখা হয়েছে, বর্তমানে জগতের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ, মুক্ত চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে অনেক লোক অন্যের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানছে। আর ধর্মীয় কারণেও মানুষকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। আজ কাল পৃথিবীতে সীমিত পরিসরে যুদ্ধ হচ্ছে। আজ পৃথিবীবাসীর এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। নতুবা এটা বিশ্ব যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। যার পরিণাম, যার ধ্বংসযজ্ঞ, হবে অবর্ণনীয়। আমি তাঁকে আরো লিখেছি আমাদেরকে আজ জাগতিক উন্নতির মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার পরিবর্তে একে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। নতুবা এ ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং ধর্মীয় নেতাদের পরস্পরিক শত্রুতা ও অন্যের অধিকার হরণের পরিবর্তে জগতকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আরও আমি লিখেছি- পৃথিবীতে যেহেতু আপনার কথার একটা গুরুত্ত আছে, সবচে বেশি অনুসারী আপনার তাই চেষ্টা করুন, বিশ্বের সব ধর্ম পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হয়। আর এভাবে নিজের সৃষ্টিকর্তা, এক খোদাকে চিনার দিকেও মনোযোগ দিন।

এটা হলো সেই চিঠির সারসংক্ষেপ যা আমি তাঁকে পাঠিয়েছি। এই বাণী তাঁর বোধগম্য হয়ে থাকবে আর তিনি হয়তো পড়েছেন এটিই আমার প্রত্যাশা। তারা যেন মানবিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠাকারীহয়ে যান, আর সর্বোপরি এক খোদাকে যেন চিনতে পারেন। শরীফ সাহেবের রিপোর্ট থেকে বুঝা যায় যে, সেখানে অন্যান্য মুসলমান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং কিছু হর্তাকর্তারাও ছিলেন। কিন্তু পোপকে ইসলাম ও কুরআনের বাণী পোঁছানোর সুযোগ শুধুমাত্র যুগ ইমাম ও আল্লাহ্‌র মহান বীরের এক সেবকই পেয়েছে। তারপরও এ লোকেরা বলে, আহমদীরা মুসলমান নয়, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআন করিমের অবমাননাকারী নাউযুবিল্লাহ্। আমরা তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আজ পর্যন্ত নুতন মহিমার সাথে ইসলামের সফলতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করছি। এমন কি অমুসলিম যাদের হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষ নেই তারাও স্বীকার করছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিশ্চিতভাবে তাঁর আসল উদ্দেশ্যকে অর্জন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এক মামলা হয়েছিল যা খুবই বিখ্যাত এক মামলা। এটা হেনরী মার্টিন ক্লার্ক নামক এক প্রাদ্রী করেছিলো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মোকাবেলায় খ্রিস্টানদের যে পরাজয় হয় মূলত এর প্রতিশোধ নেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকে অর্থাৎ জঙ্গে মুকাদ্দাসে রয়েছে। এ মামলায় মার্টিন ক্লার্ক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর (আ.)-এর পুস্তক, কিতাবুল বারিয়াতে রয়েছে। যাই হোক এই মামলা থেকে ঐ সময়ের জজ ক্যাপন্টেন ডগলাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সসম্মানে মুক্তি দেন। তিনি (আ.) এই জজকে দ্বিতীয় পিলাতুস (পিলাত) বলে আখ্যায়িত করেন। এটি বিস্তারিত একটি বিষয়। ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এই মামলায় অত্যন্ত অপদস্ত হন। বরং বিচারক বলেছিলেন আপনি তার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করতে পারেন।

কয়েক দিন হলো- আমাদের এমটিএর আসীফ সাহেব আমাকে বলেছেন, হেনরী মার্টিন ক্লার্কের প্রপৌত্রের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি তাকে বললাম, সানন্দে আসতে পারেন। তাকে যে কোন দিন নিয়ে আসুন।

কয়েকদিন পূর্বে তার আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ ধরণের সাক্ষাত হয়েই থাকে কিন্তু তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আপনাদের সামনে রাখছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন, দেখুন আল্লাহ্ তা'লা আজও কত অসাধারণভাবে তাকে সাহায্য করছেন। কথা প্রসঙ্গে আমি 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এর বরাতে কথা বললে তিনি বলেন, আমি অতি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি, (তার প্রপৌত্রের বর্ণনা) হেনরি মার্টিন ক্লার্ক অতীতেই হারিয়ে গেছে। অথচ তার প্রতিপক্ষ বিশ্বব্যাপী সফলতা লাভ করেছে। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল না যে আমার প্রপিতামহ কে ছিলেন। সম্প্রতি আমি আমার পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলাম। তখন আমি জানতে পারি যে হেনরী মার্টিন ক্লার্ক আমার প্রপিতামহ ছিলেন।

যাইহোক, প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। থেমে থেমে ও খুব সাবধানে তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো তার কথা বলার ধরণ। কিন্তু পরে তিনি আসিফ সাহেবকে বলেন, সাক্ষাতের সময় তিনি খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন। এরপর আসিফ সাহেব তাকে পুনরায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সম্বন্ধে যেসব শক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা তার (মার্টিন ক্লার্কের) জিদের কারনে ছিল। তা হয়েছিল বিতর্কের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে।

সমস্ত বিতর্ক পর্যবেক্ষণের পর মানুষ এটা সহজে অনুমান করতে পারে যে ইসলামের বিজয় হয়েছে। কিন্তু সে হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলছিল যে খ্রিস্ট ধর্ম জয়লাভ করেছে। তখন তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংশা হোক যেন আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখান। একথা শুনে সে স্বগোতোক্তির মত বলে উঠল যে- God has certainly shown a sign even today- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতরূপে নিদর্শন দেখিয়েছেন বরং আজও নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি সাক্ষাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি আসিফ সাহেবকে বলেছি পুরো সাক্ষাতকারটি প্রবন্ধাকারে

লিখে ফেলুন।

যা হোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার কথা আজ এসব ইসলামের শত্রুদের সন্তানদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ করছেন। শুধু বুঝতে অক্ষম ঐসব মোল্লাগণ যারা ধর্মের ঠিকাদার সেজে বসে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে অস্বীকার করা শুধু আমাকে অস্বীকারই নয়, বরং আল্লাহ্ ও তার রসূল (সা.) কে অস্বীকার করা। কেননা সে আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। সে দেখেছে যে অভ্যন্তরীন ও বাহির থেকে চাপানো বিশৃঙ্খলা অনেক বেড়ে গেছে। খোদা তা'লা তার প্রতিশ্রুতি (সূরা হিজর ১০)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

সত্ত্বেও তাদের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা করেননি! অথচ বাহ্যত: সে এ বিষয়ে ঈমান রাখে যে খোদা তা'লা আয়াতে ইস্তেখলাফে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মূসার উম্মতের ন্যায় উম্মতে মুহাম্মদীয়াতেও খিলাফত ব্যবস্থা জারী করবেন। কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেননি এবং বর্তমানে এ উম্মতে কোন খলীফা নেই। শুধু তাই নয়, বরং এটিও স্বীকার করতে হবে, কুরআন করিমে আল্লাহ্ তা'লা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যে মসীলে মূসা (মূসা সদৃশ) আখ্যা দিয়েছেন সেটিও মিথ্যা (মাআযাল্লাহ্)। কেননা এ উম্মতের পূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে এ উম্মতে এক মসীহ্ আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক ছিল যেরূপ মুসার উম্মতে চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন মসীহ্ এসেছিল। অনুরূপভাবে কুরআন করিমের (সূরা জুমা ৪)

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আয়াতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হবে। এতে আহমদের প্রতিচ্ছায়ারূপে এক আগমনকারীর সংবাদ দেয়া হয়েছে আর এমনভাবে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে যাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। বরং প্রত্যয়ের সাথে বলছি, আলহামদুলিল্লাহ থেকে আন্ নাস পর্যন্ত পুরো কুরআনকে পরিত্যগ করতে হবে।

অতএব চিন্তা করে দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়ীত করা কি কোন সহজ বিষয়? আমি এটা নিজের পক্ষ থেকে বলছি না বরং খোদার পক্ষ থেকে কসম খেয়ে বলছি যে, সত্য এটাই, যে আমাকে পরিত্যাগ করবে আর আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ করে, সে মুখে না করুক, কিন্তু নিজের কর্মদ্বারা সমস্ত কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্থ করছে এবং খোদাকে পরিত্যাগ করেছে।

এই বিষয়ের প্রতি আমার এক ইলহামেও ইঙ্গিত রয়েছে 'আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা' নি:সন্দেহে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আবশ্যকীয় ফলাফল দাঁড়ায় খোদাকেই মিথ্যা সাব্যস্থ করা। আর আমাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে খোদা তা'লার সত্যায়ন হয়, তাঁর সত্তার প্রতি দৃঢ় ঈমান সৃষ্টি হয়। আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করা মূলত আমাকে প্রত্যাখ্যান করা নয় বরং তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। এখন আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং অস্বীকারের ধৃষ্টতা দেখানোর পূর্বে একটু ভাবা উচিত, নিজের হৃদয়ের কাছে প্রশ্ন করুক যে সে কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে?

অত:পর তিনি (আ.) আবার বলেন (অন্য পুস্তকে), অতএব তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, তোমরা এই যুদ্ধে নিজেদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ছুড়িকাঘাত করছো, তাই তোমরা অযথাই আগুনে হাত দিওনা কোথাও সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তোমার তোমার হাতকেই ভস্মীভূত না করে দেয়। নিশ্চিৎ জেনো, এই কাজ যদি কোন মানবের প্রস্তাবিত হতো তাহলে তাকে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অনেকেই জন্ম নিত।

আর এটি আদৌ সফলতা লাভ করত না। তোমাদের দৃষ্টিতে কি কখনো এমন মিথ্যাবাদী অতিবাহিত হয়েছে, যে খোদা তা'লার প্রতি এই মিথ্যা আরোপ করে, তিনি আমার সাথে বাক্যালাপ করেন? তারপরও কেউ এত দীর্ঘকাল নিরাপদ থাকবে? পরিতাপ! তোমরা আদৌ ভাবো না, আর কুরআন করিমের সেই আয়াতগুলোও স্মরণ করো না যা স্বয়ং নবী করীম (সা.) সম্মন্ধে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু উল্লেখ করেছেন। যেভাবে তিনি বলেন, যদি তুমি এক অনু পরিমানও আমার প্রতি মিথ্যারোপ করতে তাহলে আমি তোমার জীবন শীরা কেটে দিতাম। অতএব, নবী করীম (সা.) থেকে বেশি প্রিয় খোদার কাছে আর কে আছে যে এতো বড় মিথ্যারোপ করে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে বরং ঐশী নিয়ামতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাই ভাই সকল! অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত হও। আর যে কথা বিশেষভাবে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে সকল ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত হটকারিতা প্রদর্শন করবে না। চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে এক নতুন মানুষের পরিণত হও, খোদা ভীতির পথে পদচারণা কর, যেন তোমার প্রতি করুনা করা হয় এবং খোদা তা'লা তোমার পাপ ক্ষমা করে দেন। অতএব ভীত হও এবং বিরত হও। তোমাদের মধ্যে কি একজনও বিবেকবান মানুষ নেই? ওয়া ইন লাম তানতাহু ফাসউফা ইয়াতিয়াল্লাহু বিনাসরিম মিন ইনদিহি ওয়া ইউমাযযিকু আদাআহু ওলা তাযুররুনাহু শাইআ অর্থাৎ যদি তুমি বিরত না হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ সাহায্যের সাথে আসবেন আর নিজ বান্দার সাহায্য করবেন, আর এর শত্রুদের পিশে ফেলা হবে, আর তোমরা তার কোন ধরণের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের সামান্য হলেও বোধশক্তির উদয় হোক আর এই বাণীকে অনুধাবনকারী হোক- এটিই আল্লাহ্র কাছে আমার দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীদেরকে সর্বত্র এবং সবধরণের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আর আমাদেরকে বেশি-বেশি তাঁর সম্মুখে অবনত হওয়ার এবং দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

আমি নামাজের পর আজকেও কিছু গায়েবানা নামাজে জানাযা পড়াবো। যার মধ্যে প্রথম জানাযা হলো মোহতরমা মরিয়ম খাতুন সাহেবার, স্বামীর নাম জনাব যিকরী সাহেব। তিনি লেইয়া জিলার চোবারার অধিবাসীনি। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১১ বিকালে আনুমানিক ৫টায় লেইয়ার জামাতে আহমদীয়া চোবারায় কিছু অ-আহমদীরা এই আহমদী পরিবারের উপর আক্রমণ করে যার ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি শহীদ আহমদী নারী। তার ঘর মুরব্বী কোয়ার্টারের সাথে লাগোয়া।

এখানে আরো কিছু আহমদী পরিবাররের বসতিও রয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে একই দাগে বিরোধীরাও জমি ক্রয় করেছিল তারপর অর্থবিভাগের সাথে কারসাজি করে মরহুমার পরিবারের নামে জমি স্থানান্তর স্থগিত করে দেয়। আদালতের মামলার শুনানি চলছে। পূর্বেও বিরোধীরা ভূমি দখলের মানসে একবার আক্রমণ করেছিল সফল হয়নি। ঘটনার দিন সেই দল ভূমি দখলে নেয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেওয়ার ফলে তিনি মোগরের আঘাতে মারাত্মক আহত হন আর ঘটনাস্থলেই ইন্তেকাল করেন যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে ইটের আঘাতে এমনটি হয়েছে। এসব বিরোধীতা শুধু মাত্র আহমদীয়াতের কারণেই ছিল। তার স্বামীর দুই বোনও এতে আহত হয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এখন ভালোর দিকে। মরহুমার বয়স ২৫/২৬ হবে। পেশাগতভাবেই এই পরিবারটি কৃষিজীবি।

১৯৯২ সালে তার শশুর যখন এই জমি ক্রয় করেন তখন সেখান থেকে আহমদী মসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি প্লট জামাতকে প্রদান করেন, যেখানে বর্তমানে মুরব্বী কোয়ার্টার অবস্থিত। বিরোধী দল দীর্ঘ দিন থেকে একে দখল করার পায়তারা করছে এবং হাই কোর্ট পর্যন্ত এই মামলা গড়ায়। আর হাই কোর্টেও তারা পরাজিত হয়েছে। পরবর্তিতে তারা পাকিস্তানের রীতি অনুসারে এর রেকর্ড নিজেদের নামে পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করে এবং পরিবর্তন করিয়ে নেয়। কিন্তু মামলা তখনও চলছিল, আর যথেষ্ট উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ডিপিও-কে যখন এ সম্পর্কে জামাত অবগত করলো তখন ডিপিও পরিস্কারভাবে বলে দিলেন যে, তিনি অপারগ, তিনি কোনভাবে বিরোধী দলকে অসন্তুষ্ট করতে পারবেন না।

যাই হোক, মরিয়ম খাতুন সাহেবার মৃত্যুর পরে নিকটবর্তী জামাত লেইয়ার শেরগায়ে তাঁকে দাফন করা হয়। আর যে তাঁকে হত্য করেছে এবং প্রকৃত অপরাধী সে পুলিশের সহায়তায় পালিয়ে গেছে। মরহুমার স্বামী ব্যতিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তান রয়েছে। বড় ছেলের বয়স ৯, মেয়ে মারিয়া পারভিনের বয়স সাড়ে ছয় বছর এবং আরেকটি সন্তানের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর।

দ্বিতীয় জানাযা মোকাররমা আজিমুন্নেসা সাহেবার। স্বামী মরহুম জনাব বাহাদুর খান সাহেব, দরবেশ কাদিয়ান। তিনি ৩ ডিসেম্বর, ২০১১ মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বিহারের মাস্তিরের অধিবাসীনি ছিলেন। আর তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিয়া সাদী খান সাহেব (রা.)-এর পুত্র বধু ছিলেন।

শৈশব থেকেই তিনি কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য দোয়া করতেন। আর এর এ মানসে তিনি একটি দীর্ঘ নযমও লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়া কবুল করেছেন। এবং বিয়ের পর তিনি ১৯৫২ সালে কাদিয়ানে আসেন। তাঁর নযমের একটি পংতি হলো 'হে খোদা আজিমুন্নেসার বাসনা হলো কাদিয়ান দারুল আমান গ্রামটি অবিলম্বে তাকে দেখিয়ে দাও।'

অত্যন্ত প্রতিকুল ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বামীর সাথে দরবেশীর যুগ বিশ্বস্থতা এবং একান্ত নিষ্ঠার সাথে অতিবাহিত করেছেন। আর স্বামীর মৃত্যুর পর ২৯ বছরের সুদীর্ঘ কাল তিনি বিধবা অবস্থায় নিতান্তই ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করেছেন। সন্তানদের তালিম ও সুশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাদের খুব সুন্দরভাবে কুরআন করীম পড়াতেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি ৫ মেয়ে এবং ৩ ছেলে রেখে গেছেন। আল্লাহ-তায়ালা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় যানাজা মোকাররম সোলাইমান আহমদ সাহেবের, মরহুম ইন্দোনেশিয়ার মোবাল্লেগ ছিলেন, হৃদরোগের কারণে তিনি ১লা ডিসেম্বর ২০১১ মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৯৭৮ সালে বয়াত গ্রহন করেন। ১৯৭৯ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ফাসলে খাসে ভর্তি হন। জানুয়ারি ১৯৮৫ সালে মুবাশ্বের পরিক্ষা পাশ করে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসেন। তাহার নিয়োগ ইউভূরে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তিনি ৯টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেবা করার সুযোগ পান মৃত্যুর সময় তিনি বিনডু জামাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বিবি ছাড়াও ৩ বাচ্চা রেখে গেছেন। আল্লাহ-তায়ালা তাদেরকে ধৈর্য্য এবং মনোবল দান করুন এবং মরহূমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

চতুর্থ জানাযা আলহাজ্জ ডি আইয়াম কাহালুন সাহেবের তিনি সিওরালিউনের অধিবাসী। তিনি ২৬শে নভেম্বর ২০১১ তারিখে সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর মৃত্যু ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দারিদ্রের মাঝে তার জন্ম হয়। তিনি বলতেন, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি খালি পায়ে চলাফেরা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের গভীর স্পৃহা তাকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেয়। আর যৌবনেই সিওরালিউনের প্রডিউস মার্কেটিং বোর্ডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিজেই পড়ালেখা করেন এবং জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং মালি কুরবানির ক্ষেত্রে খুবই উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন।

তিনি উত্তরাধীকারি হিসেবে দুই মেয়ে এবং চার ছেলে রেখে গেছেন। তার বিবি হাজীয়া সালমা কাহলুন সাহেবা সিওরালিউনের লাজনা ইমাইল্লাহ ন্যাশনাল সদর হিসেবে সেবা প্রদান করার তৌফিক লাভ করছেন। তাঁর এক ছেলে টমি কাহলুন সাহেব যিনি এখানে থাকেন এবং খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাবেক সদর ছিলেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, এবং তাঁহার পূণ্যসমূহ তাঁর সন্তানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। তাঁদের সকলের গায়েবানা নামাযে জানানা নামাযের, পর পড়া হবে। (ইনশাআল্লাহ)।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ ডিসেম্বর ২০১১-এর (২৩ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

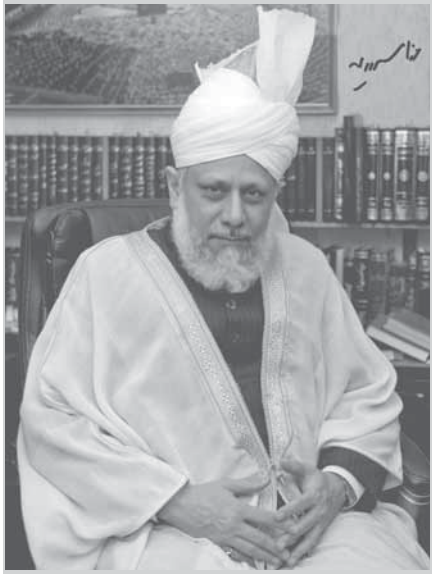

পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন বিদায় নিতে হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘনের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'-নাযেল করে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মৃতিতে জাগ্রত রাখা উচিত, এতে করে খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ তা'লা ধরাপৃষ্ঠে বরং এ বিশ্বজগতে বা জগত সমূহে যা কিছু আছে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন কেবল নিজের স্বত্তাকে অবিনশ্বর আখ্যা দিয়েছেন। খোদা তা'লার স্বত্তাই যেহেতু চিরস্থায়ী তাই আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের এ পৃথিবীর জীবন থেকে পারলৌকীক জীবনের প্রতি অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যা বাস্তব এবং দীর্ঘ জীবন আর যাতে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সমূহ মেনে চলার কারণে তাঁর পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হবে আর অস্বীকারের কারণে শাস্তি-যোগ্যও আখ্যা পেতে পারে।

অতএব আমাদের মাঝে তারা-ই সৌভাগ্যশালী যারা এ পৃথিবীর তুলনায় পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন। নিজেদের জীবনের সিংহভাগ সময় এমন ভাবে ব্যয় করেন অথবা কাটানোর চেষ্টা করেন যাতে সেই প্রকৃত বন্ধু সন্তুষ্ট হন। ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেন আর এ নিমিত্তে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তারা এত অগ্রসরমান থাকেন যে, ধর্মের সেবা ছাড়া তাদের অন্য কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। এটিও যেহেতু খোদা তা'লার নির্দেশ যে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর আর এটি ধর্মের শিক্ষা, এ কারণে তারা অন্যদের অধিকার প্রদানে সোচ্চার থাকে। নিজেদের অঙ্গীকার সমূহকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পালন করেন। আর এ দায়িত্ব পালনে পথের কোন প্রতিবন্ধকতার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না।

স্বাচ্ছন্দে-অ-স্বাচ্ছন্দে, স্বচ্ছলতা-অ-স্বচ্ছলতা, অসুস্থতায়-সুস্বাস্থ্যে তাদের জীবনের একটিই উদ্দেশ্য থাকে যে, আমরা আমাদের খোদার সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা যেন পালন করতে পারি। আমার হাতে যে আমানত রয়েছে সে সক্রান্ত দায়িত্ব যেন পালন করতে পারি। এমন মানুষই সে সকল লোকদের মাঝে গণ্য হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ

(সূরা আল্ বাকারা: ২০৮) অর্থ: এবং লোকদের মাঝে কতক এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে নিজেদের প্রাণকে বিক্রি করে দেয়।

তাদের চেহারায় সর্বদা একটি শান্তি বিরাজ করে, শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বা নফসে মুতমাঈন্না'র তারা মূর্ত প্রতিক হয়ে থাকেন। সম্প্রতি এমন গুণাবলীর অধিকারী আমাদের একজন বুযূর্গ মৃত্যু বরণ করেছেন যিনি ب

নিঃসন্দেহে জামাতের মহামূল্য সম্পদ ছিলেন। তাঁর নাম মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় প্রিয়দের সান্নিধ্য দান করুন আর জামাতের এই ক্ষতিকে কেবল স্বীয় অনুগ্রহে পূর্ণ করে দিন। তাঁর অগণিত স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করুন যেন আহমদীয়াতের এই কাফেলা সদা দ্রুততার সাথে স্বীয় গন্তব্যের দিকে ধাবিত থাকতে পারে। এ সময় আমি সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করব। জনাব শাহ্ সাহেব ১২ জানুয়ারী, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কুরিল জেলায় অনন্তনাগে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি কাদিয়ান চলে আসেন আর এখানেই বড় হন। কাদিয়ান আসার পর পাক-ভারত বিভক্ত হলে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। তাঁর মা কাশ্মীরেই অবস্থান করছিলেন। মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চল্লিশ বছর পর তিনি তাঁর মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি মায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ পান নি। কেবলমাত্র ধর্মের খাতিরে তিনি এ বিচ্ছেদ সহ্য করেছেন।

তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হল, দাদা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাঈন শাহ্ শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লার অধিবাসি এবং গিলানী সৈয়দ বংশের সন্তান ছিলেন। উক্ত বংশের লোকেরা ধর্মীয় মতানৈক্যের দরুন পৈত্রিক এলাকা পরিত্যাগ করে নাডওয়াতে বসতি স্থাপন করেছিল। তাঁর এক পুত্র সৈয়দ আব্দুল মান্নান শাহ্ সাহেব যিনি যৌবনে বরং বাল্যকালেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং পীর-মুরিদ ব্যবসাকে আহদীয়াতের কারণে পরিত্যাগ করেন। অতি বিনয় ও দিনতার বেসে জীবন যাপন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত আহমদীয়াতের ইতিহাস অধ্যায়ে জনাব আব্দুল হাই শাহ্ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, জনাব সাইয়েদ আব্দুল হাই শাহেদ ১৯৪১ সালে কাদিয়ান আসেন এবং ১৯৪৫ সালে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালে জামেয়াতুল মুবাশ্‌শিরিন থেকে শাহেদ পাশ করেন এবং পরবর্তীতে সফলতার সাথে আরবীতে এম.এ করেন এবং গবেষণামূলক কাজে নিয়েজিত থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজের সুযোগ লাভ করেন। দু'তিন বছর মাসিক আনসারুল্লাহ্ এবং জামেয়ার সাময়ীকির সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় বার-তের বছর খালেদ ও তাশহিযুল্ আয্‌হানের প্রকাশক ছিলেন। জিয়াউল ইসলাম প্রেসের ম্যানেজার এবং প্রকাশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আল-শির্‌কাতুল ইসলামিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও আল্ ফযল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং এমটিএ পাকিস্তানের প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ফজলে ওমর ফাউন্ডেশন ও তাহের ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর, নাযের ইশায়াত এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আলা এবং ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় আমীরের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন।

কাশ্মীরী ভাষায় পবিত্র কুরআনের যে অনুবাদ করা হয় তিনি তা পরিমার্জনের সুযোগ পেয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র অর্থাৎ রূহানী খাযায়েনের কম্পিউটারাইজড সংস্করণ প্রস্তুতির তত্ত্বাবধান করেছেন। বিভিন্ন পুস্তকাদির সূচীপত্র প্রস্তুত করেছেন এবং এগুলোর মুখবন্ধ ও ভূমিকা স্বয়ং লিখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কৃত কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বক্তৃতা সমূহের আলোকে প্রণীত পুস্তক 'হোমিও প্যাথী'র কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, সহজ-সরল, ভদ্র, বিচক্ষণ, নম্র স্বভাব, সুপরিকল্পক, স্বল্পভাষী কিন্তু সদা সুচিন্তিত কথা বলতেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ পটভূমির কারণে সব বিষয়ের গভীর অনুসন্ধান করতেন এবং দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করতেন। খলীফাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুসমূহের গবেষণা এবং উদ্ধৃতিসমূহ খুঁজে বের করার কাজ যত দ্রুত সম্ভব সমাধা করার চেষ্টা করতেন। পুস্তক সংকলন থেকে আরম্ভ করে প্রকাশ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে নিজ কর্মীদের তদারকি করতেন এবং অতি বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান করতেন। এগুলো ছিল তাঁর কাজ সংক্রান্ত গুরত্বপূর্ণ কিছু কথা।

নাযের ইশায়াতের প্রকাশনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি আল্ ফযল এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার প্রিন্টার ও প্রকাশক ছিলেন। ছাপার কাগজ চেক করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ছাপার মেশিনের প্রত্যেকটি অংশ, এর ধরন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছিল তাঁর নখদর্পনে। এভাবে পুস্তক প্রকাশনা হোক অথবা পত্রিকা ছাপানো, সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। এছাড়া আব্দুল হাই সাহেব সম্পর্কে আল্ ফযলে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে যে, এপ্রিল ১৯৪৫ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু ওয়াকফের অঙ্গীকারনামার ফর্ম ১৯৫০ সালের ১১ নভেম্বর পূরন করেছিলেন। আর আমি পূর্বেও বলেছি, তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন এরপর জামেয়াতে ভর্তি হন এবং জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মেট্রিক পরীক্ষা দেন এবং বোর্ডে ৬ষ্ট স্থান অধিকার করেন। জামেয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিবছর প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এমনিভাবে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষায় পুরো প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর প্রথম নিয়োগ হয় এবং বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২'র ২৯ জুন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে নাযের ইশায়াত বা নাযের প্রকাশনা নিযুক্ত করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জ্ঞানগর্ভ কুরআনের দরসের জন্য বিভিন্ন উদ্ধৃতি খুঁজে বের করে সহযোগিতার সম্মান লাভ করেন। প্রতিদিন রাত তিনটা পর্যন্ত নিজ টিমের সাথে বসে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো কাজ সম্পন্ন করে লন্ডনে ফ্যাক্স না করতেন ততক্ষণ বিশ্রাম নিতেন না। খুতবা ও অন্যান্য বিষয়েও গবেষণামূলক কাজ এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কুরআন অনুবাদ এবং হোমিওপ্যাথি পুস্তক প্রনয়ণ টিমের সদস্য ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে সমাধা করেছেন। কুরআন করীমের অনুবাদকল্পে পাঞ্জাবি, সিন্ধী, পশতু এবং সারাইকী ভাষায় অনুবাদ প্রস্তুত ও প্রকাশের সুযোগ তাঁর হয়েছে।

একবার ১৯৯৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে বলেন, সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবের এই গুণটি আমি দেখেছি, যখনই তাঁকে নির্দিষ্ট কোন কথা বুঝানো হয়, সে ব্যাপারে তাঁর যদি জানা না-ও থাকে তিনি উক্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকদের খোঁজ করা আরম্ভ করেন আর আমি তাঁকে কোন পুস্তকের কথা বলেছি আর তিনি তা হুবহু প্রস্তুত করেন নি, এমনটি কখনো হয় নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গভীর বিচক্ষণতার অধিকারী এবং সুগভীর দৃষ্টিতে তিনি সবকিছু পাঠ করেন।

এরপর ২০০৮ সালে আমি যখন তাঁকে বললাম, কম্পিউটারাইজড রূহানী খাযায়েন প্রকাশ ও প্রিন্ট হওয়া প্রয়োজন তখন তিনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে উক্ত কাজ সম্পাদন

করেছেন। এই নতুন কম্পিটারাইজড (রূহানী খাযায়েনের) সংস্করণের অনেক বিশেষত্বের মাঝে আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন যে, এ রূহানী খাযায়েনের পৃষ্ঠা নম্বর যেন পূর্বের রূহানী খাযায়েনের অনুরূপ থাকে যাতে জামাতী লিটারেচারে অর্ধ শতাব্দী ধরে যেসব উদ্ধৃতি চলে এসেছে সেগুলো অন্বেষণ সহজসাধ্য হয়। এ ছাড়াও উক্ত সেটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক প্রবন্ধ এবং আরবী নযম ইত্যাদি যা কোন কারণে পূর্বে প্রকাশ করা হয়নি, তা-ও এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের যে উর্দূ অনুবাদ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, এর শুরুতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন শিরোনামে তিনি লিখেছেন, 'কুরআন করীমের এই যে অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে, এটি প্রস্তুত করতে আমার সাথে লন্ডনের আলেমগণের একটি দল লাগাতার কাজ করেছেন, এমনিভাবে কেন্দ্র রাবওয়াতেও আলেমদের একটি টিম নাযের ইশায়াত সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে অনুবাদের পরিমার্জন করে অতি মূল্যবান পরামর্শ এবং মতামত দ্বারা আমাকে সাহায্য করেন। তাঁদের সম্মিলত প্রচেষ্টা না থাকলে আমার একার পক্ষে একাজ সম্ভব ছিল না'।

পাকিস্তানের সংসদে যে মাহযার নামা (স্মারক লিপি) পেশ করা হয়েছিল তা ছাপার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর ১৯৯৭ সালের এক পত্রে বলেন, 'মাহযার নামা যা প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই উত্তম হয়েছে। আমি যারপরনাই আনন্দিত, মাশাআল্লাহ্ আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে থাকেন'। এরপর এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শাহ্ সাহেবকে লিখেছেন, 'আপনার ওমুক তারিখে প্রেরিত রিপোর্ট হস্তগত হয়েছে। মাশাআল্লাহ্ ভরপুর কাজ করছেন যা অত্যন্ত ফলপ্রদ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আপনি একমাত্র নাযের, যাকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করানোর প্রয়োজন কখনো পড়েনি। জাযাকুমুল্লাহু আহসানুল জাযা, আল্লাহুম্মা যিদ ওয়া বারেক। (এরপর লিখা আছে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দীর্ঘ সুস্থ জীবন দান করুন)'

আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রচুর কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। এ সমস্ত প্রশংসা-সূচক বাক্য তাঁকে অধিক বিনয়ী করেছে এবং পরিশ্রমের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করেছে। এমনটি কখনও ভাবেন নি যে প্রশংসা করা হয়েছে তাই কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগে পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দশ খন্ডের মলফুযাতকে পাঁচ খন্ডে রূপ দেয়া হয়েছে। এসব খন্ডে বিদ্যমান সকল কুরআনের আয়াতের রেফারেন্স সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন শিরোনাম দেয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে প্রত্যেক খন্ডের পিছনে বিষয় বস্তু, কুরআনের আয়াত, স্থান ও নাম সমূহের সূচী নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন এ বছর জলসায় এসেছিলেন তখন আমি তাকে বলেছি, পাঁচ খন্ডের পরিবর্তে পুনরায় এটি দশ খন্ডে বদলে দিন আর সেখানেও (রাবওয়াতে) এ ভাবেই প্রিন্ট হলে ভাল হবে। তিনি সামান্যতম দিরুক্তি করেন নি; বলেন নি যে, আমরা এত পরিশ্রম করে এটিকে পাঁচ খন্ড আকারে প্রকাশ করেছি বা এভাবে এর সূচী বানিয়েছি এখন পুনরায় এটিকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করতে কষ্ট হবে। কোন প্রকার দিরুক্তি না করে তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, ঠিক আছে আমি এটি পুনরায় দশ খন্ডে প্রকাশ করা শুরু করছি, কেননা ছোট ছোট খন্ড হলে পড়তে বেশী সুবিধা হবে। মলফুযাত হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি বা বক্তৃতা সমূহের সংকলন। সফরে, ভ্রমনে, বিশ্রামে এক কথায় যে কোন অবস্থায় মানুষ এটি পড়তে পারে। খন্ড ছোট হলে আমার মনে হয় ভারি খন্ডের তুলনায় বেশি সুবিধা হয়, পড়ার সুবিধা হয়। যাহোক, তিনি তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর ও দুস্প্রাপ্য জ্ঞান ভান্ডার দশ খন্ডের তফসীরে কবীর আকারে প্রকাশিত রয়েছে। তিনি পাঠকের সুবিধার্থে এর বিস্তারিত ও উৎকর্ষ ধরনের সূচী বানিয়ে দিয়েছেন যাতে নাম, ভৌগলিক গুরুত্ব রাখে এমন স্থান এবং কঠিন শব্দের সমাধান ভিত্তিক উৎষর্ক সূচী রয়েছে। তিনি আঞ্জুমানের বিভিন্ন কমিটি যেমন পরামর্শ প্যানেল, আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ, মজলিসে ইফতা, খিলাফত লাইব্রেরী কমিটি, পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট সংরক্ষণ কমিটি, তবার্‌রুক সংরক্ষণ কমিটি এবং খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী কমিটির সদস্য ছিলেন। তেমনিভাবে তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবাসের সম্মানও লাভ করেন। আল্ ফযল বোর্ডের তিনি সভাপতি ছিলেন। আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করে বলেন, হুযূরের গাম্ভির্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্নেহ সম্পর্কে আমার এটিও মনে পড়ে, হুযূর জামাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার উপর ন্যস্ত করেন। সে বিভাগ সংক্রান্ত প্রথম সাক্ষাতে হুযূর যখন খাকসারকে ডেকে পাঠান আমি হুযূরের সামনে যাই তখন হুযূরের প্রতাপে আমার হাত কাঁপছিল। হুযূর খুব স্নেহের সাথে আমাকে বললেন, ভয় পাবার কি আছে? আমার কাছ থেকে কাজ ভালভাবে বুঝে নেবে এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তা সমাধা করবে। এরপর আমার হাত নিজের হাতে নিলেন যার কল্যাণে আমার সে অবস্থা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগলো। হুযূর তড়িঘড়ি করে কারো উপর ভরসা করতেন না, কিন্তু যখন কাউকে বিশ্বাস ও ভরসা করতেন, গভীর স্নেহ ও দিক নির্দেশনা প্রদান, ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা ও মার্জনাসূলভ ব্যবহার অব্যহত রাখতেন।

তিনি লিখেন, এক মামলায় আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকগণের বিরুদ্ধে প্রায়শঃই ওয়ারেন্ট জারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাঁর বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) যখন এটি জানতে পারেন, তিনি তাকে ডাকেন, সাথে উকীলদেরও ডাকেন এবং মিটিং হয়। তিনি লিখেন, তাঁর চলে আসার পর হুযূর তাঁর এক ছেলেকে এই বলে পাঠান, আব্দুল হাইকে গিয়ে বল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমি তার জন্য দোয়া করব'। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ছেলে বর্ণনা করেন, আপনার চলে যাওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে ডেকে বললেন, দেখো কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে শাহ্ সাহেবরা বেরিয়ে গেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলা আছে। লাহোর বা ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, এখনো হয়তো যান নি। তাদের গিয়ে বল, তাদের যাওয়ার পরপরই কাতরচিত্তে আমি দোয়া করছিলাম, তখন আল্লাহ্ তা'লা এ পংক্তি আমার মুখ থেকে নিসৃত করেন, 'তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের কখনো বিনষ্ট করেন না'। এ জন্য চিন্তার কিছু নেই। বড় ভয়ানক মামলা সাজানো হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু

এর কিছু দিনের মধ্যেই ঐ মামলা নিঃশেষ হয়ে যায়।

অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে আল্লাহ্ তা'লার এটি বলা এ প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে জনাব শাহ্ সাহেব পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকেন। পরবর্তীতে অন্য একটি মামলায় তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা আসীরে রাহে মওলা (আল্লাহ্‌র পথে বন্দী) হবার সৌভাগ্য দান করেন।

তাঁর বিরুদ্ধে এই যে মামলা হয়েছিল বা সাজানো হয়েছিল, এর প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পংক্তি 'ইয়েহ্ হ্যায় পাঞ্জতন জিন পার বিনা হ্যায়', অর্থাৎ এরাই হলো পাঁচজন যাদের উপর ভিত্তি। এটি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। লাজনার সেক্রেটারী, তাদের লিপিকার মোহাম্মদ আরশাদ সাহেব এবং সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় আর আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব এবং মোহাম্মদ আরশাদ সাহেবকে কয়েক দিন হাজতে রাখা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েক মাস মামলা চলতে থাকে।

একজন মুরুব্বী সাহেব লিখেছেন, শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, ওয়াকফে যিন্দেগীগণ প্রথম যুগে খুব সামান্য বেতন পেতেন যা দিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত। শাহ্ সাহেব বলেন, আমার শ্বশুর একবার আমাকে বলেন, তুমি জাগতিক পড়ালিখা অনেক করেছ। জাগতিক কাজকর্ম করে আয় রোজগার কেন করো না? ঐদিকে কেন যাওনা। শাহ্ সাহেব বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি দু'টি অঙ্গীকার করেছি। একটি অঙ্গীকার হলো, আপনার মেয়ের সাথে বিয়ের অঙ্গীকার অপরটি ওয়াক্‌ফ হিসেবে খোদার সাথে জীবন উৎসর্গের। এখন আপনি বলুন, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো? আবার বলেন, কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে আমি বললাম প্রথম অঙ্গীকার পূর্ণ করে দ্বিতীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কীভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এটা শুনে, তাঁর শ্বশুর চুপ হয়ে গেলেন, আর ভবিষ্যতে কখনও এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি। শাহ্ সাহেব বলেন, খোদা তা'লার কৃপায় এরপর সারাজীবন খোদা তা'লা আমাকে অঢেল দিয়েছেন। পূর্ববর্তী বুযূর্গদের এটাও একটা নেক স্বভাব ছিল, তাঁর শ্বশুর সাময়িকভাবে তাঁর অবস্থা দেখে মানবিক সহজাত প্রবণতার বশবর্তী হয়ে এ কথা ভাবলেন কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে সম্পূর্ণভাবে চুপ হয়ে যান। খোদার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা এক আহমদী কখনো ভাবতেও পারে না। আর এর মাধ্যমে শাহ্ সাহেবের আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতার মানও স্পষ্ট হয়। ঐ সময় খোদার উপর নির্ভরশীলতা ও অঙ্গীকার রক্ষার আবেগকে খোদা তা'লা এমনভাবে কল্যাণমন্ডিত করেছেন, তিনি বলতেন, সারা জীবন কখনো আমার অভাব হয়নি। তিনি নিজের অধিনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন ও তাদের আবেগের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর একাউন্টেন্ট বলেন, শাহ্ সাহেবের সাথে পনের বছর কাজ করেছি। আমার একটি ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনা স্মরণ নেই যখন তিনি খুবই রাগের বর্হিঃপ্রকাশ করেছেন। আর এটা হয়েছিল কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে। আমরা এক দপ্তরকে কিছু বই মোহতরম শাহ্ সাহেবকে না বলে পাঠিয়ে দেই। যখন কোন বন্ধু এই বিষয়ে মোহতরম শাহ্ সাহেবকে অবহিত করেন, তখন শাহ্ সাহেব খুবই রাগ করেন। আর শাহ্ সাহেবের অসন্তুষ্টির কারণে আমি দু'দিন তাঁর কামরায় যাইনি। দু'দিন পর তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে ডাকেন আর মুচকি হেসে তাঁর সামনে বিস্কুট ইত্যাদি যা ছিল আমাকে খেতে দিলেন।

তাঁর সাহায্যকারী কর্মচারী মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব লিখেছেন, বিশ বছর ধরে দেখছি, তিনি সর্বদা ছেলের মত আমাদের সাথে ব্যবহার করতেন। কর্মচারীদের সাথে সর্বদা অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার ব্যবহার করতেন। একেবারে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কোন কর্মচারীকে সাহায্য করলে অন্যকে এটা জানতে দিতেন না। এভাবে নিজের কোন ব্যক্তিগত কাজ করালে বিনিময়ে প্রতিদান দিতেন। কোন কর্মচারীর সন্তানের বিয়ে হলে যতটুকু সম্ভব হতো তিনি সাহায্য করতেন। এছাড়াও অগণিত অভাবীদের তিনি সাহায্য করতেন।

এখানকার (লন্ডনের) আরবী ডেস্কের জনাব আব্দুল মজীদ আমের সাহেব, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে লিখেছেন, যখন থেকে খাকসার রূহানী খাযায়েন অনুবাদ শুরু করেছে তখন থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কোন কোন কঠিন বাক্যের সমাধানের জন্য তাঁর দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হতো। মোহতরম শাহ্ সাহেব প্রত্যেক বার অধমকে হাসি মুখে অত্যন্ত গবেষকসূলভ, জ্ঞানগর্ভ এবং যথাসময় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অধম যখনই কোন কিছু জিজ্ঞেস করতো তার উত্তর হতো যুক্তিপ্রমাণে সজ্জিত, মন মত এবং প্রশ্নের সকল দিক সামনে রেখে উত্তর দিতেন একই সাথে তা তাঁর স্নেহ ও মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হতো। অধম কোন পরামর্শ দিলে হাসিমুখে তা গ্রহণ করতেন। তাঁর স্নেহের এই ধারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অব্যহত ছিল।

মুবাশ্বের আইয়াজ সাহেব লিখেন, জামেয়া আহমদীয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণের জন্য সিলসিলার বুযূর্গদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ অতিথিদের ডাকা হয়ে থাকে। এক বছর জামাতের যে বুযূর্গকে ডাকা হয় তার পরিচয় দিতে গিয়ে জামেয়ার মোহতরম প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন, কর্মী অনেক ধরনের হয়। কেউ এমন হন যারা এক হাতে কাজ করেন এবং অন্য হাতে তালি বাজাতে থাকেন অর্থাৎ নিজেই নিজের কাজের ঢোল পিটান। বলে বেড়ায় যে, আমি এ কাজ করেছি সে কাজ করেছি। কিছু এমনও হয়ে থাকে যারা দু'হাতেই তালি বাজিয়ে থাকে কিন্তু কাজের কাজ আসলে কিছুই হয় না। হট্টোগোল অনেক বেশি হয়ে থাকে, প্রচারও অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর কতক মানুষ এমনও আছেন যারা দু'হাতেই কাজ করে থাকেন আর তাদের এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না যে, তাদের কাজকে কেউ প্রত্যক্ষ করবে আর তারা তাকে বাহ্ বাহ্ দেবে। আজ এমনই একজন আহমদীয়াতের সেবক আমাদের অতিথি আর তিনি হচ্ছেন, সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব।

সত্যিকার অর্থে এটি শতভাগ সঠিক কথা। আমি সর্বদা এটিই দেখেছি, একান্ত নিরবে তিনি কাজ করে যেতেন। অসুস্থ ছিলেন, পা ফুলে যেত। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার পা ফুলে যায়, এতে আপনার কষ্ট হয় না? এর উত্তরে তিনি বলেন, কাজ করার সময় কখনো আমি বুঝিই নি। আমি কাজে এতোবেশি ডুবে যাই যে, আমি বুঝতেই পারিনা কি হচ্ছে। আমি দেখেছি, সদর আঞ্জুমানের সভায় তিনি খুবই কম কথা বলতেন, সভায় যখন তিনি কথা বলতেন তাঁর মতামত হতো বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক।

আবার মুবাশ্বের আইয়াজ সাহেবই লিখেন, অধমের তাঁর কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল এবং কিছু সময় তাঁর নায়েব হিসেবে কাজ

করারও সুযোগ হয়েছে। সর্বদা তাঁকে বাস্তবিক পক্ষে যেমন পেয়েছি তাহলো, চুপ-চাপ স্বভাবের এক মানুষ, সহজ-সরল প্রকৃতির এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করা ছাড়াও আরো বহু গুণাবলীর সমাহার ছিলেন তিনি। অফিসে এসেই যেন তিনি কাজের জোয়াল কাঁধে তুলে নিতেন। পাঞ্জাবিতে প্রবাদ আছে 'সার সাটকে কাম কারনা' অর্থাৎ কাজে ডুবে যাওয়া তিনি এমনই করতেন। অফিসের চিঠিপত্র থেকে নিয়ে রুহানী খাযায়েন এবং পবিত্র কুরআন মজীদের প্রুফ রিডিং-এর কাজ পর্যন্ত সব নিজেই করতেন আর ঈর্ষাযোগ্য ও অনুকরণীয় জামাতের এই সেবক জানতেনই না যে কখন ছুটি হয়ে গেছে আর অন্যরা কখন চলে গেছে। কাজ করতে করতে তার পা ফুলে যেত কিন্তু আল্লাহ্‌র এই বান্দা কেবল কাজেই লেগে থাকতেন

নিঃস্বার্থ নিরহঙ্কারী সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার অধমের সুযোগ হয়েছে। লোক দেখানো লৌকিকতা ও প্রদর্শন তাঁকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি জামাতের ইতিহাসের অনেক বড় একটি উৎস ও ভান্ডার ছিলেন। কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও সর্বদা হাসিখুসি থাকতেন। তিনি দরবেশী স্বভাব এবং বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতিক ছিলেন।

আমি দেখেছি, তিনি জামাতের টাকা-পয়সা খুব সতর্কতার সাথে এবং চিন্তা ভাবনা করে বরং কয়েক বার চিন্তা করে খরচ করতেন। এই চেতনা বড় গভীর ছিল যে, জামাতের টাকা যেন কোনভাবেই নষ্ট না হয়। নিজের সহকর্মীদের ক্ষেত্রে স্নেহ এবং তাদের দোষত্রুটি গোপন করা এবং নমনীয়তার দৃষ্টান্ত অনেক বেশি দেখা যেত। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এই অসুস্থতাকে তিনি নিজের কাজের প্রতিবন্ধক হতে দেন নি।

অতঃপর আরেক সাহেব অর্থাৎ এক মুরব্বী সাহেব লিখেন, তাঁর স্বভাবে আমিত্ব ও অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন নিঃস্বার্থ দরবেশ এবং ফিরিশ্‌তাতুল্য মানুষ ছিলেন।

আরেকজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, যখন রুহানী খাযায়েনের কাজ হচ্ছিল সেই সময় এই অধম এক ঘটনার মাধ্যমে জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর কত দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। ঘটনা হলো, হেনরি মার্টিন ক্লার্ক সম্পর্কিত মামলায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব স্থানে বিচারকের নাম ডগলাস লিখেছেন, কিন্তু রুহানী খাযায়েনের পনের তম খন্ডের তরইয়াকুল কুলুব পুস্তকের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বিচারকের নাম জে, আর রিমান্ড এবং স্থানের নাম পাঠান কোর্ট লিখেছেন। এই কাজের জন্য গবেষণা সেল এবং আহমদীয়তের ইতিহাস বিভাগে যারা কাজ করে তাদের কাছেও লিখা হয়েছে যে বিষয়টি আসলে কি। উভয়ের মতামত একই ধরনের ছিল অর্থাৎ তাদের মতে এটি মুদ্রণ প্রমাদ। কিন্তু জনাব শাহ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত এটা ছিলো যে, এতো বড় ভুল হতেই পারে না। আর তিনি এর সাথে কোন টিকাও যোগ করেন নি এবং এ ভাবেই থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু যখন রুহানী খাযায়েনের ১৮তম খন্ডে নুযূলুল মসীহ্ নিয়ে কাজ হচ্ছিল এতে ৫৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, আব্দুল হামীদ দ্বিতীয়বার দেড় বছর পর ধরা পড়লে, তাকে সেই কথাই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আর সে তখন তার পূর্বের বিবৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ আমি খ্রিস্টানদের শিখানোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলাম [অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যখন তাকে ধরা হলো তখন বিচারক অন্য ব্যক্তি ছিলেন যার নাম তা ছিলো যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, এটা প্রথম নাম ছিল না]।

আবার লিখেন, শাহ্ সাহেব কখনো অস্থির হতেন না আর সর্বদা নিজের সহকর্মীদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণকারী ছিলেন।

খিলাফত লাইব্রেরী রাবওয়ার লাইব্রেরীয়ান সাহেব লিখেন, তিনি একান্ত মানব হিতৈষী মানুষ ছিলেন। অধম দেখেছে, তিনি জামাতের কাজ কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে করতেন। অসুস্থতা স্বত্বেও পুরো সময় কাজে লেগে থাকতেন। কয়েক মাস, অনবরত তাঁর পা ফুলে ছিল কষ্টও হতো, হৃদরোগ ছিল।

তিনি লিখেন, কয়েক মাস পূর্বে লন্ডন থেকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংস্করণ চেক করার নির্দেশ আসে অর্থাৎ আমি (খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস) তাঁকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংস্করণ চেক করার দায়িত্ব প্রদান করি। মোহতরম শাহ্ সাহেব অধমকে সংবাদ পাঠালেন, লাইব্রেরীয়ান সাহেব বারাহীনে আহমদীয়ার যত সংস্করণ আছে সেগুলোকে একত্র করে একটি বাক্সে রাখুন। আমি সব সংস্করণ একত্র করে বাক্সে ভরে বললাম, চেক করার জন্য কি নিয়ে আসবো? উত্তরে তিনি বললেন, কেন কষ্ট করতে যাবেন আমি নিজেই আসছি। তার চলাফেরা করাটা খুবই কষ্টকর ছিল তারপরও তিনি নিজেই লাইব্রেরীতে এসেছেন এবং বারাহীনে আহমদীয়ার সমস্ত সংস্করণ চেক করেছেন। তিনি বলছিলেন, এগুলো যেহেতু পুরাতন ছাপা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই আমি মনে করলাম আমি নিজেই এসে চেক করে যাই আর লাগাতার কয়েক ঘন্টা ধরে নিজেই চেক করেন।

আমাদের আরবী ডেস্কের মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেব লিখেন, যে যুগে কম্পিউটারও ছিলো না; তফসিরে কবীরের বিস্তারিত সূচী তৈরী করা খুবই শ্রমসাধ্য ও গভীর দৃষ্টির দাবী রাখত যা তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে প্রস্তুত করেছেন। তাঁর বিনয় দেখুন! বর্তমান রূহানী খাযায়েনের কয়েকস্থানে মুদ্রণ জনিত ভ্রান্তি রয়েছে আর অনুবাদের সময় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি যেখানে ভুল ছিল তা সানন্দে স্বীকার করেন আর যেখানে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং খুব দ্রুত এমনসব প্রশ্নের উত্তরও তৈরী করে পাঠাতেন। প্রুফ রিডিং এর জন্য তিনি অনেক শ্রম দিয়েছেন কিন্তু তারপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কিছু কিছু ভুল থেকেই যায় । কিন্তু এর জন্য তাঁর খুবই কষ্ট হতো যে এতো সুন্দর প্রিন্টিং হচ্ছে এতে ভুল থাকাটা উচিত নয়।

আমাদের এক মুরব্বী সিলসিলাহ্ কলীম আহমদ তাহের সাহেব বলেন, আমি ১১ বছর ধরে তাঁকে সর্বদা কাজে নিমগ্ন পেয়েছি, তিনি খুবই নিরব কর্মী ছিলেন আর প্রত্যেক কাজ নিরলসভাবে আর দায়ীত্বশীলতার সাথে করতেন। আশ্চার্যান্বিত হতে হয় যে, এই বয়সেও তিনি এতো কাজ করতেন মাশাআল্লাহ্। অফিসের নির্ধারিত সময়ের পরও সন্ধ্যায় আরবী বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি রূহানী খাযায়েনের কাজের সময় সমস্ত পুস্তকের প্রতিটি শব্দের প্রুফ রিডিং করেছেন। মোটকথা তিনি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক পরিশ্রমী ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। তিনি পুরনো মুবাল্লেগদের বলতেন, আমি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেই সময়ও দেখেছি, যখন জীবন ছিল খুবই অনাড়ম্বর মিতব্যয়িতার কারণে অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল না যা আজকের প্রেক্ষাপটে আর বাহুল্য মনে করা হয় না। আর পুরনো দপ্তর ও ছাদের দিকে ইশারা করে বলতেন, এখনতো সব জায়গায় বৈদ্যুতিক ফ্যান চলছে, তখন সেখানে একটা পাইপ লাগানো ছিল আর সেটির উপর একটি ফ্যান ঝুলত যার সাথে রশি বাধা থাকত,

যখনই বাতাসের প্রয়োজন হতো সেই রশিকে টানা হতো, কোন বিদ্যুৎ ছিল না, কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না।

তিনি আরও বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অধিকৃত কাশ্মীরের কোন এলাকায় একটা বার্তা পৌঁছানোর জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, যখন তিনি রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছলেন দেখলেন সেখানে কোন বাহন নেই, যদি তিনি কোন বাহনের অপেক্ষা করতেন তাহলে দেরী হয়ে যেত। তাই খলীফাতুল মসীহ্‌র আদেশ যথাসময় পালনের উদ্দেশ্যে তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে পায়ে হেটে রওয়ানা হন, আর পায়ে হেটেই ফিরে আসেন এবং হুযূরের বাণী নির্দিষ্ট জায়গায় যথাযথভাবে পৌঁছে দেন।

তাঁর একটা পালক মেয়েও ছিল যার বিয়ে হয়েছে এক মুরব্বীর সাথে। তাকে তিনি নিজের কন্যার মতো রেখেছিলেন। পরেও সর্বদা তার খোঁজ খবর রাখতেন, উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন, ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করতেন। সন্তানরা বলেন, আমরা কখনো তাঁকে উচ্চস্বরে কথা বলতে বা বকাঝকা করতে শুনিনি। সন্তানদের আত্মসম্মান বোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন আর খুবই উত্তম ভাবে তরবীয়ত করেছেন। জীবনের সকল পর্যায়ে সরলতা অবলম্বন করতেন। আত্মপ্রচার খুবই অপছন্দ করতেন। প্রত্যেক কাজে ধৈর্যের মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। অসুস্থতা হোক বা অন্য কোন দুঃশ্চিন্তাই হোক কখনো নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করতেন না। এমন পর্যায়ের ধৈর্য ছিল যে, তাঁর মা অধিকৃত কাশ্মীরে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর খবর যখন পত্র মারফত জানতে পারলেন তখন পরম ধৈর্যের সাথে আঘাত সহ্য করেছেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত কারো কাছে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন, জলসা সালানা উপলক্ষে যখন কাশ্মীর থেকে অতিথিরা আসতেন তখন সমস্ত ঘর তাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে একটি স্টোর রুমে চলে যেতেন। নিজের ওয়াক্‌ফ এর অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টায় সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। শেষের কয়েক বছরে তিনি কয়েকবার দেশের বাহিরে নিজের সন্তানদের কাছে যান, তাঁর সব ছেলেই দেশের বাহিরে থাকেন। তাঁর বড় ছেলে আহমদ ইয়াহিয়া সাহেব যিনি হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর চেয়ারম্যান। যখন সন্তানদের কাছে যেতেন তখন আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানরা জোর দিয়ে বলতো, এখানে থেকে যান। তখন তিনি বলতেন, আমি জীবন উৎসর্গ করেছি সামান্য কিছু সময় উৎসর্গ করিনি। তাঁর পায়ে খুবই সমস্যা ছিল সবসময় পা ফোলা থাকতো যেভাবে আমি বলেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রীতিমত অফিসে যেতেন, এবং নিজের কাজের কোন ক্ষতি হতে দিতেন না। অন্তিম রোগে অসুস্থ অবস্থায় পাঁচবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবার ডাক্তারের কাছে এ প্রশ্ন করতেন, আমি কখন দপ্তরে যেতে পারব। মৃত্যুর দু' তিনদিন পূর্বে দপ্তরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসে কাজ করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে যান চেক আপ করাতে, বারোটায় চেক আপ করাতে গেলে ডাক্তারগণ তাঁকে ভর্তি করে নেন। সেখানেও তিনি বিছানায় শুয়ে দপ্তরের কাজ চেক করতেন, সহকর্মীগণ কাগজপত্র নিয়ে আসতেন এবং তিনি কাজ করে যেতেন। শেষ দিন তিনি বললেন, দোয়া করুন আল্লাহ্ সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। বললেন, আমার ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। এখান থেকে কোন ফ্যাক্স গেলে, নিজের হাতে তার উত্তর দিতেন। তাঁর শেষ চিঠি যা তিনি আমাকে লিখেছেন তাও নিজের হাতে লেখা ছিল কোন কেরানী দিয়ে লেখাননি, আর কম্পোজও করাতেন না, এবং খুবই সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে লিখতেন, অথচ দুর্বলতার কারণে তাঁর হাত কাঁপত, তবুও যথেস্ট সময় ব্যয় করে তিনি লিখতেন। ১৪ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, তাঁর কর্মস্থলে মৃত্যু বরণের ইচ্ছা ছিল। হাসপাতালে তিনি বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা রূহানী খাযায়েনের সমস্ত ভুলগুলো সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ করে দায়িত্বমুক্ত হবো, কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পান নি। একজন মুরব্বী সিলসিলাহ্ যিনি তাঁর অফিস অর্থাৎ ইশায়াতের অফিসে কর্মরত আছেন তিনি লিখেছেন, 'আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের ভায়রা ভাই আমাকে বলেছেন, ১৭ ডিসেম্বর আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব স্বপ্নে দেখেন, তাঁর স্ত্রী এসেছেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কি এখনও টিকেট নেন নি?" শাহ্ সাহেব বলছেন, এখনও নেই নি। কিছুক্ষণ পর শাহ্ সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হ্যাঁ, আমিও টিকেট নিয়ে নিলাম এবং বোর্ডিংও হয়ে গেছে।'

যেদিন শাহ্ সাহেব মারা গেলেন ঐদিন সকাল প্রায় দশটার সময় দু'জন বন্ধু হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারলেন, ডাক্তাররা বলেছেন, আমাদের জন্য যা করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছি। তারপর তিনি তাঁর ছেলে ইমরানকে ডাকলেন এবং আস্তে করে বললেন ফ্লাইট এসে গেছে? ছেলে বুঝতে পারল না, বুঝবার জন্য আরো কাছে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আর কিছু বলতে পারেন নি।

জামাতের এই সেবক শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের কাজের জন্য নিবেদিত ছিলেন। যতদূর সম্ভব অন্য সকল কাজের উপর জামাতের কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন। শাহ্ সাহেব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইগুলো পড়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন। কেবল জ্ঞান অর্জনই করেন নি, যেমন অনেকে বলেছেন, আমিও বললাম, তিনি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহ্‌কে এবং বান্দার প্রাপ্য বান্দাদের প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আমি যখন নাযেরে আলা ছিলাম, তখনও আমি তাঁকে সম্পূর্ণ আনুগত্যকারী পেয়েছি তখন তিনি নাযের ইশায়াত ছিলেন। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করালেন তখন তাঁকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অনেক অগ্রগামী পেয়েছি যা ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী আর এমনটাই তো হওয়ার কথা। খিলাফতের সাথে সম্পর্কই ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি বয়আতের প্রকৃত মর্ম বুঝতেন এবং পরম আন্তরিকতার সাথে এর সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। যুগ খলীফাকে, আহমদীয়া খিলাফতকে এমন অগণিত নিবেদিত প্রাণ সাহায্যকারী সেবক দান করুন, আমীন।

এখন জুমুআর নামাযের পরে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্। সাথে আরো কয়েকটি গায়েবানা জানাযা রয়েছে।

প্রথমটি ইমতিয়ায বেগম সাহেবার যিনি মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার আহমদ মরহুমের স্ত্রী। মওলানা মনোয়ার মরহুম পূর্ব আফ্রিকার মোবাল্লেগ ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেছেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

১৯৩৬ ইং সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২৪ নভেম্বর ১৯৫২ ইং তারিখে মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের সাথে তার বিয়ে

হয়। বিয়ের পর থেকে মওলানা সাহেবের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত মাঝে ৩/৪ বছর ব্যতীত পুরো সময় তিনি তার ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, ফিলিস্তিন এবং নাইজেরিয়াতে সেবারত ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেব "একজন ন্যায় পরায়ণ স্ত্রীর স্মরণে" বইতে তাঁর দু'জন স্ত্রীর সুসম্পর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'ও এই কিতাবের অনেক প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ এভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের প্রথমা স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্ত্রী (মরহুমা) সর্বদা আপা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি কখনো তার জন্য সতীন শব্দ ব্যবহার করতেন না। না কখনো তিনি নেতিবাচক আচার-আচরণ প্রদর্শন করেছেন। উভয় স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ছিল অতি উন্নত। একজন আরেকজনের সন্তানদের এত আন্তরিকতার সাথে দেখাশুনা করতেন যে, অনেকেই তাদের ছেলে- মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতো এদের দু'জনের মধ্যে তোমার আপন মা কে? অন্যের আর্থীক দৈন্যতা দূর করার জন্য অসংখ্যবার নিজের পেনশন উঠিয়ে এবং অনেকবার অন্যের কাছ থেকে ঋণ করে অভাবীদের সাহায্য করতেন। তার ছেলে মোবারক আহমদ তাহের সাহেব যিনি নুসরত জাহাঁ রাবওয়ার সেক্রেটারী পদে কর্মরত আছেন, তিনি বলেন, ধর্মের সেবার গভীর একাগ্রতা, নির্ভীক এবং অত্যন্ত সাহসী মহিলা ছিলেন। আহমদী, গয়ের আহমদী সকলকেই সমানভাবে সাহায্য করতেন। মোবারক আহমদ তাহের সাহেব প্রথম মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের যে স্ত্রী মারা গেছেন অর্থাৎ মোবারক সাহেবের এই মায়ের ঘরে তার বোনও আছেন। এক মেয়ে আমাতুন নূর তাহেরা সাহেবা যিনি মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সৎকর্মসমূহ তার বংশধরগণের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে, সিস্টার ওয়াসিম বেগম সাহেবার যিনি আমেরিকার মোকাররম কামালুদ্দীন কাহলুঁন সাহেবের মেয়ে। তিনি ৬ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্লিভল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ছাড়াও জামাতের বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন এবং জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। স্থানীয় আমেরিকান ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্বামী এবং দুই ছেলে রেখে গেছেন।

পরবর্তী জানাযা গায়েব হচ্ছে ক্যালগরী জামাতের আমাতুর রহমান সাহেবার। যিনি ৬১বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । অত্যন্ত নেক, মুত্তাকী, ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত মহিলা ছিলেন। ওমরাহ্ পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। পবিত্র কুরআন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। মরহুমা মূসী ছিলেন।

পরবর্তী জানাযা আমেরিকার সৈয়দা ওয়াসীমা বেগম সাহেবার যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র বড় মামা মরহুম হযরত সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের বড় মেয়ে। তিনি ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাশাআল্লাহ্ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারিণী ছিলেন। প্রত্যেক খুতবার পরে আমার কাছে তাঁর ফোন আসত। আমাকে বিশেষভাবে দোয়ার জন্য বলতেন। নিজের সন্তানদেরও সঠিক রাস্তায় চলার ও প্রতিষ্ঠিত থাকার নসিহত করতেন। তাঁর এক ছেলে নাজিম ফাইয়ায সাহেব আমেরিকার একটি জামাতের প্রেসিডেন্ট। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর পুণ্য যেন তাঁর সন্তানদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

পরবর্তী গায়েবানা জানাযা মিয়া আব্দুল কাইয়ুম সাহেবের যিনি কোয়েটার মোকাররম মিয়া ওযীর মাহমুদ সাহেবের ছেলে। ইনি ৬ ডিসেম্বর ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ছিল। খিলাফতের সাথে খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিবাহ পড়ান। এবং উকিলের দ্বায়িত্বও তিনি স্বয়ং পালন করেন।

মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেব করীচর উরুনগী টাউনের অধিবাসী। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ১৯৭১ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বংশে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। আহমদী হওয়ায় পর তাঁকে অনেক সমস্যা ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ভাইয়েরা তাঁকে বেঁধে গ্রামবাসীদের সামনে তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন করে। আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করার আগে তিনি আহমদীয়াতের কঠোর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আহমদী হওয়ার পর তিনি একেবারেই বদলে যান এবং জামাতের সাথে তিনি সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখেন। তিনি তাঁর হালকায় সেক্রেটারী তা'লীমুল কুরআন, মুরব্বী আতফাল, সেক্রেটারী দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ ছিলেন এবং স্থানীয় মুয়াল্লেম হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অগণিত আতফাল, আনসার, নাসেরাত, লাজনাদের পবিত্র কুরআন নাযেরা এবং অনুবাদ পড়িয়েছেন। কুরআন করীমের বেশীরভাগই তাঁর মুখস্থ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক ছেলে নাবিদ মুস্তফাকে রেখে গেছেন, যিনি জামাতের একজন মুরব্বী।

চাকওয়ালের নাযির আহমদ সাহেব ২১ জুলাই মারা যান। তিনি গায়েবানা জানাযা পড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মালেক করম দ্বীন সাহেব (রা.)'র ছেলে ছিলেন। ১৯৩০ সালে তার পিতা তাকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সেবার জন্য কাদিয়ান রেখে যান, সেখানে তিনি ১৭ বছর অবস্থান করে অসাধারণ সেবা করেন। তিনি মূসী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন।

ফতেহ্ মুহাম্মদ খাঁন সাহেব ২৮ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অত্যন্ত নেক এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ মেয়ে এবং তিন ছেলে রেখে যান। তার ছেলে মুকাররম হাফিয বুরহান মুহাম্মদ সাহেব ওয়াকফে যিন্দেগী, জামেয়া আহ্‌মদীয়ার শিক্ষক এবং এক জামাতা হলেন মীর আব্দুর রশীদ তাবাস্‌সুম সাহেব। মরহুম সিলসিলাহ্‌র মুরব্বী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এই সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সাহস দান করুন। তাদেরকে পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। যেভাবে আমি বলেছি, জুমুআর নামাযের পরে এদের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জার্মানীর মুবাল্লেগগণকে হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত

অমূল্য দিকনির্দেশনা

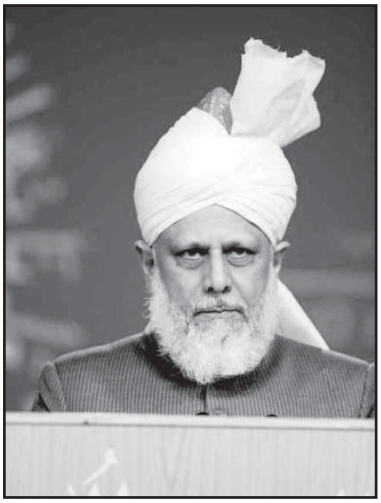

● খুতবার পয়েন্টগুলো টুকে রাখুন আর নিজেদের তরবীয়তী সভায় সেগুলো কাজে লাগান। যে নির্দেশনাই দেয়া হয়, তা বিশদভাবে আপনাদের রেকর্ডে রাখা উচিত আর সেই অনুযায়ী তা কার্যকর করায় তৎপর থাকুন। নিজেদের মাঝে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতেও সেইসব নির্দেশনা প্রতিপালনে যতটুকু কার্যকর করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করুন।

● যুগ-খলীফা থেকে আর কেন্দ্র থেকে যেসব নির্দেশনা আপনারা পেয়ে থাকেন, তা প্রতিপালন করতে সদা প্রচেষ্টারত থাকুন। সিলসিলার মুরুব্বীগণ ও জামাতের কর্তকর্তাগণ কেন্দ্র প্রদত্ত নির্দেশনার আনুগত্য না করলে, আপনাদের আনুগত্যও তদ্রুপ হবে না যেমনটা আপনারা আশা করে থাকেন।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১১, সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বেনাসরিহিল আযীয-এর সাথে জার্মানীর মুবাল্লেগগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাড়ে ছয়টায় হুযূর (আই.) সভাস্থানে শুভাগমন করে দোয়া করান। জার্মানীর মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব সবিনয়ে হুযূরকে অবগত করেন যে, বিগত ২০০৭ ইসাব্দে হুযূরের সাথে তাদের মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। সেই সভায় কী নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, হুযূর তা জানতে চান। প্রসঙ্গক্রমে হুযূর (আই.) বলেন, যে নির্দেশনাই দেয়া হয় তা সবিস্তারে আপনাদের রেকর্ডভুক্ত করে রাখা উচিত। এরপর তদানুযায়ী তা প্রতিপালন করা এবং নিজেদের ভেতর অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে সেইসব নির্দেশানুযায়ী যা কার্যকর হয়েছে, তার হিসেব-নিকাশও করতে থাকুন।

হুযূর (আই.) বলেন, মিটিংয়ে যোগদানকালে প্রত্যেক মুবাল্লিগের কাছে ডায়েরী থাকা উচিত, যে নির্দেশনাই দেয়া হবে, তা টুকে রাখুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যুক্তরাজ্যে কর্মরত সিলসিলাহর মুবাল্লেগ বাজওয়া সাহেব আমার খুতবা প্রদান কালে বসা অবস্থাতেই খুতবার পয়েন্টগুলো টুকে নিতে থাকেন আর সপ্তাহকাল ধরে তার যে সব সভা, বৈঠক বা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেই সবে টুকে নেয়া কথাগুলো তিনি বর্ণনা করে থাকেন আর পরবর্তীতে বিভিন্ন তরবীয়তি কার্যক্রমেও তা কাজে লাগান।

হুযূর (আই.) বলেন, আপনারাও ডায়েরী লেখার অভ্যাস করুন আর খুতবার পয়েন্টগুলো টুকে রাখুন। কোন কোন বিষয় এমন হয়ে থাকে যে, কোন কথা-বার্তা কী প্রেক্ষাপটে আর কোন দিক নির্দেশ করতে ব্যক্ত হচ্ছে, আপনারা তা জানেন ও বুঝেন, তা টুকে রাখুন আর নিজেদের তরবীয়তি সভা সমাবেশে সেগুলো কাজে লাগান ও উপকৃত হোন। এসবই আপনাদের প্রয়োজনে কাজে আসবে।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন–জ্ঞানমূলক প্রামাণিক বিষয়াদি জোগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আবশ্যক হলো, সেইসব জ্ঞানগর্ভ দলীল প্রমাণগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলাও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন যে, প্রথমত: নিজেকে সঠিকরূপে সুসজ্জিত করে বা-আমল (সঠিক-কর্ম সম্পাদনকারী) হও আর পরে সুসংবাদ পৌঁছাতে থাকো।

হুযূর (আই.) বলেন, কোন কোন মুরব্বী সিলসিলার কথা-বার্তায় জামাতের লোকেরা কষ্ট পেয়ে থাকে। তারা আপনাদের কাছে প্রকাশ না করলেও আমাকে লিখে জানায়।

হুযূর (আই.) বলেন, এটা হলো আমলে সালেহ যে, প্রতিটা ব্যাপারে, গভীরে প্রবেশ করে দেখতে হবে নির্দেশাবলী কী রয়েছে? নিজেকে পরখ করে দেখে নিন, এমন সব কী কী দুর্বলতা রয়েছে, যা আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে দূর করতে হবে।

হুযূর (আই.) আবারও বলেন, ডায়েরী অবশ্যই লিখুন, এটাও বুঝা গিয়েছে যে ডায়েরীতে এমন কাজ-কর্মের বিষয়াদিও লিখা হয়ে থাকে যে এটা-ওটা করা হয়েছে, অথচ বাস্তবে তা করা হয়নি। এজন্য গভীরভাবে অন্বেষণ করে নিজের হিসেব-নিকেশ করুন। অতএব, যেসব নির্দেশনা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে এবং মরকয থেকে আপনারা পেয়ে থাকেন তা নিজে প্রতিপালন করতে আর জামাতকে করাতে কর্মতৎপর থাকুন।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় কোন কোন জামাত, অনেক কর্মতৎপর আর সেসব জামাতে মুবাল্লেগ না থাকলেও, তারা যুগ-খলীফার নির্দেশাবলী এবং জামাতের সর্বস্তরের সদস্যদের তা কার্যকর করিয়ে থাকেন।

হুযূর (আই.) বলেন, শুরু থেকেই আমি বলে আসছি তবলীগ তখনই হবে, আপনাদের আমল যখন সঠিক হয়ে যাবে। কিছু সংখ্যক মুরব্বীগণের রিপোর্ট আমি পেয়ে থাকি, যারা আমার খুতবা আর খুতবার মর্মকথা চয়ন করে বিষয়বস্তু সবিস্তারে বর্ণনা করেন আর এভাবে তারা খুতবার মর্মার্থ অগ্রে পৌঁছাতে থাকেন।

হুযূর (আই.) জানতে চান, কারা কারা আল ফযল পাঠ করে থাকেন। এর হিসেব নেয়ার পর 'বদর' পত্রিকা পাঠের প্রতি মুবাল্লেগগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আই.) বলেন, এ পত্রিকাটিতেও উন্নতমানের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় আর সেগুলো থেকেও উপকৃত হওয়া উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্ম-বিশ্লেষণ করুন আর যে শিক্ষামূলক জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন তা আরও বৃদ্ধি করতে থাকুন আর অন্যদের মাঝে তা সঞ্চারিত করতে থাকুন। সেইসব আলেমগণ, যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করছেন না, তারা তবে আলেম বলে গণ্য নন। কর্মনিষ্ঠ আলেম হোন আর অর্জিত সেই জ্ঞান অন্যদেরকে বিতরণ করুন।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, মুরব্বীগণ ও জামাতের কর্মকর্তাবৃন্দ, আপনারা মরকযের নির্দেশনার যদি আনুগত্য না করেন তবে আপনাদের আনুগত্যও তেমনভাবে হবে না যেমনটা আপনারা আশা করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যথাযথ আনুগত্য না হতে থাকলে পুরো ব্যবস্থাপনাই জবু-থবু হয়ে যায়।

হুযূর (আই.) বলেন, মুবাল্লেগগণ যে রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকেন তা পয়েন্ট-ওয়াইজ (ধাপ-ওয়ারী) হওয়া উচিত। বিশেষ কোন কথা, বিশেষ কোন ঘটনা, আর বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার থাকলে তা পৃথকভাবে লিখে দিবেন। লাইব্রেরী প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, আপনাদের লাইব্রেরীতে যাবতীয় সেই পুস্তকগুলো সংগ্রহে নাই, কাদিয়ান থেকে যেসব পুস্তাকাদি আনা হয়েছে। খুৎবাতে মাহমুদ, আনোয়রুল উলুম-পুস্তকগুলোর বিভিন্ন খন্ড রয়েছে সেসব সংগ্রহে ব্যবস্থা নিন আর নিজেদের সংগ্রহ- শালায় রাখুন। সেই সব পুস্তকাদির কোন কোনটির বিভিন্ন খন্ড রয়েছে আবার কতক এমনও রয়েছে যার একাধিক খন্ড নেই। যতগুলো পুস্তক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেই সবগুলো পুস্তকই নিজেদের সংগ্রহে থাকা উচিত। কাদিয়ান থেকে সব পুস্তকাদি আনিয়ে নিন।

হুযূর (আই.) জানতে চাইলে মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব জানান, তিনি চুয়াল্লিশটি স্থানীয় জামাতে সফর করেছেন। এতে হুযূর (আই.) বলেন, তরবিয়তী কার্যক্রম প্রতিপালিত হলে উমুরে আমা, আত্মশুদ্ধি'র মানে উন্নতি, তবলীগ ও মালী কুরবানী সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সহজসাধ্য হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, সারা বছরের কার্যক্রম প্রস্তুত করে নেয়া উচিত। দুর্বল জামাতগুলোকে চিহ্নিত করে সফর করা উচিত আর সেখানে তরবিয়তী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

মুবাল্লেগ ইনচার্জকে নির্দেশনা দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, মুবাল্লেগগণের প্রদত্ত রিপোর্ট হিসেব-নিকেশ করবেন। রিপোর্ট বিশ্লেষণ করা মুবাল্লেগ ইনচার্জের দায়িত্ব। তাদের প্রদত্ত রিপোর্টের ওপর নিজস্ব মন্তব্য লিখে রাখুন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করুন। মরকযের পক্ষ থেকে মূল্যায়ণ যতটা হয় তদপেক্ষা গভীরভাবে মূল্যায়ণ করা আপনার দায়িত্ব।

হামবুর্গের মুবাল্লেগ সাহেবকে নির্দেশনা দেয়া কালে হুযূর (আই.) বলেন, গতবার হামবুর্গ সফরকালে জনৈক মিশরীয় অধ্যাপকের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি আমাদের সাথে নামাযও আদায় করেছেন। তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

হুযূর (আই.) বলেন, মরক্কোর অধিবাসী যারা হামবুর্গে বসবাস করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন আর তাদের মাঝে তবলীগও করবেন। তাদের মধ্য থেকে লোকেরা বয়আত করছেন। বেলজিয়ামে বেশ কিছু সংখ্যায় মরক্কোর অধিবাসী বয়আত গ্রহণ করেছেন এবং এইসব লোকেরা ঈমানেও যথেষ্ট মজবুত। যুক্তরাজ্যের জামাতেও তারা এসেছিলেন আর সুগভীর প্রভাব নিয়ে তারা ফিরে গেছেন। আরব দেশগুলো থেকে এসে এখানে যারা বসবাস করছেন তাদের সাথেও যোগাযোগ রাখুন আর পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ান। তাদের মাঝে আহমদীয়াত গ্রহণ করবার প্রবণতা রয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, খুতবা শ্রবণের হিসাবও নিন। কতজন শুনেন? কতজন Live দেখেন ও শুনেন? আর কতজন পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত খুতবা হলেও শুনেন। হুযূর (আই.) বলেন, আমার কাছে চিঠি আসছে যে, লোকেরা খুতবা শুনছে তবে নিজেদের হিসেব সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখুন।

বার্লিনের মুবাল্লেগ হুযূর (আই.)-কে জানান সেখানকার মসজিদ ও মিশন হাউজ দেখতে দর্শনার্থীরা প্রতি সপ্তাহেই আসেন। তাদের সাথে আলাপচারিতা হয়, প্রশ্নোত্তর হয়। ২৫০ জনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে, তাদের ডাক ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বরও সংগ্রহে রয়েছে। এসবের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ সচল রয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংগঠনও রয়েছে যারা নিজেরাই আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখে। আমি তাদের অনুষ্ঠানাদিতেও যাই আর সেখানে অবস্থা অনুযায়ী জামাতের পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, বার্লিনে বসবাসকারী মরক্কো-র অধিবাসীদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। এই লোকেরা বিষয় দ্রুতই মেনে যায়। হুযূর (আই.) বলেন তিউনিসীয় লোকদের প্রতিও মনোযোগ দিন।

ওয়াকফে নওদের উল্লেখ হলে হুযূর বলেন, ওয়াকফে নওদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকা আবশ্যক। মুলাকাতের সময় এক জনের সাথে আমার দেখা হয়েছে, সে আমাকে বলেছে ট্রাক চালাচ্ছি। যদি কোন ওয়াকফে নও-কে স্ব-ইচ্ছায় নিজের কাজ করতেই হয় তাহলে তাকে এই তাহরিক থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিন। তিনি বলেন, ওয়াকেফীনদের জানানো উচিত, তোমরা যে শিক্ষাই অর্জন করছো তার জন্য জামাতের দিকনির্দেশনা নিতে থাকো।

হুযূর বার্লিনের মুবাল্লেগ সিলসিলাকে সম্বোধন করে বলেন, এখন তো আপনি এখানে ফ্রাঙ্কফোর্ট এসেছেন। বার্লিন মিশনের ২৪ ঘন্টার ব্যবস্থাপনা থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপনা স্থায়ী ভিত্তির উপর করতে হবে। এমন ব্যবস্থাপনা হওয়া আবশ্যক যাতে কোন না কোন ব্যক্তি সার্বক্ষণিক সেখানে বিদ্যমান থাকেন, আবশ্যক কালে যিনি মেহমানদের দেখাশুনা করবে, ফোন রিসিভ করবে।

Offenbach- এর মুবাল্লেগ সিলসিলাকে হুযূর (আই.) বলেন, যে নও মুবাইনারা দূরবর্তী স্থানে থাকে, তাদের সাথে যদি সাক্ষাত করতে না-ও পারেন, তবে কমপক্ষে ফোনে হলেও তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। নও মুবাইন যেখানেই থাকুক না কেন সর্বাবস্থায় তাদের সাথে যোগযোগ থাকা আবশ্যক।

মরক্কো-এর এক নও মুবাইনের উল্লেখ হলে হুযূর (আই.) বলেন, এই নও মুবাইনকে এখন তবলীগ করতে বলুন। বেলজিয়ামে মরক্কোর লোকেরা নিজেরা জামাত বাড়িয়েছে, আর পরে তবলীগও করেছে। বুলগেরিয়ান ভাষায় কুরআন অনুবাদের বিষয়ে বুলগেরিয়ান ভাষা-জ্ঞানে অভিজ্ঞ মুবাল্লেগরা বলেন, এই অনুবাদের কাজও হচ্ছে। বুলগেরিয়ান ভাষার এই অনুবাদ হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবের অনুবাদ থেকে করা হচ্ছে। এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর অনুবাদ থেকে কেবলমাত্র নোটসগুলো নেয়া হচ্ছে আর সেই নোটসগুলোর অনুবাদের কাজ চলছে।

মিউনিষ্টার রিজিয়নের মুবাল্লেগ বলেন, তাদের এলাকায় লেবানন ও ফিলিস্তিনের লোকদের বসবাস। গত বছর ফিলিস্তিনের কিছু লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু লেবাননের লোকেরা কিছুটা শক্ত প্রকৃতির। এতে হুযূর (আই.) বলেন, লেবাননীদের সাথে শুধুমাত্র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই রাখুন। যোগাযোগ রাখুন।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রথমত: সব মুবাল্লেগকে সারা বছরের প্রোগ্রাম বানানো উচিত। এক বছরের না হলে কমপক্ষে তিন মাসের প্রোগ্রাম বানিয়ে নিন। আর মুবাল্লেগদের নিজেদের মিটিংয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করুন এতে বুঝতে পারবেন, কতটুকু কাজ হয়েছে। আর কি কি কমতি রয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতের জন্য কি হিকমত অবলম্বন করা আবশ্যক।

একজন মুবাল্লেগ সিলসিলা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতামীম তরবিয়ত। হুযূর (আই.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, খোদ্দামকে এভাবে তরবিয়ত করুন, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, আমরা কেন আহমদী?

হুযূর (আই.) বলেন, যে খোদ্দাম দুর্বল, আর কোন কারণে পিছনে রয়েছে, তাদের বন্ধুত্ব ভাল খোদ্দামের সাথে করিয়ে দিন। এভাবে ঐ খোদ্দামদের নিজেদের কাছে টানুন। এভাবে ভালো খোদ্দাম তাদের বন্ধু হোন, যারা তাদেরকে নিজের কাছে টানতে পারবে। অনেকে এমন আছে, যারা কর্মকর্তাদের কারণে আসতে চায় না, তবে ভিন্ন কোন খোদ্দামের সাথে বন্ধুত্বের কারণে হয়তো এসে যাবে।

হুযূর (আই.) জামেয়া আহমদীয়া ইউ, কে-এর এক ছাত্রের ওয়াকফে আরজির রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সে দুর্বল খোদ্দামদের সাথে যোগাযোগ করে। আর তার ওয়াকফকালীন সময়ে তাদেরকে নিয়ে আসে এবং মসজিদের সাথে যোগাযোগও সৃষ্টি করে দেয়।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেকে যারা পিছনে সরে গেছে তারা কর্মকর্তাদের ভয় পায় যে, এতে আমাদের সমস্যা আরো বাড়বে এবং বড়দেরও সমস্যা হবে। সুতরাং যারা ভাল খোদ্দাম রয়েছে, তাদের সাথে এমন লোকদের যোগাযোগ করিয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করুন। আর তাদেরকে নিকটে নিন।

হুযূর (আই.) বলেন, ইউ.কে বাসী এই পদ্ধতিতে কাজ করা শুরু করেছে। আর তারা ফলও পাচ্ছে। লোকদের উপর এর ভালো প্রভাব পড়েছে।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক, যারা এ বছর মার্চ-২০১১তে এখানে এসেছেন তাদেরকে হুযূর (আই.) নির্দেশনা দেন, আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জার্মান ভাষা শিখুন আর শেখানোর ব্যবস্থাও করুন।

মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ মোবারক আহমদ তানভীর সাহেব নিজের রিজিয়ন এর রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলেন, সাপ্তাহিক ক্লাসে বাচ্চাদেরকে হুযূর (আই.)-এর খুতবার বিষয়ে জিজ্ঞাসা-বাদ করি। নির্দেশনা দেই প্রত্যেক বাচ্চা নোটস তৈরী করে নিয়ে আসবেন। সুতরাং বাচ্চারা নোটস তৈরী করে নিয়ে আসে আর ক্লাসে তারাই বলে, হুযূর এই এই বিষয়ে কথা বলেছেন। কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, হুযূর (আই.)-এর খুতবা শুনে যাবেন। এভাবে কর্মকর্তারা যখন বসে, অন্যরাও তখন বসে যায়। এতে হুযূর (আই.) বলেন, অন্যদেরকেও এভাবে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

হুযূর (আই.) মোহতরম প্রিন্সিপাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জামেয়ার ছাত্রদেরকে নফল পড়া এবং কুরআন করীম তেলাওয়াতের প্রতি এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করুন যাতে তাদের নিজ থেকেই এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এক পারা নিয়মিত পড়তে না পারলেও অর্ধেক পারা যেন অবশ্যই দৈনিক পাঠ করে।

হুযূর (আই.) বলেন, রমযানের পর এক জামেয়ার ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, কুরআন তেলাওয়াতের এক খতম সে পূর্ণ করতে পারেনি। এতে হুযূর (আই.) বলেন, একবার পুরা কুরআন পাঠ যদি সম্পন্নই না হয়, তবে রোযা রেখে লাভ কি?

হুযূর (আই.) বলেন, শুধু ডায়েরীর উপর নির্ভর করবেন না। ভুল বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে। সত্যের উপর জোর দিন।

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে যে শিক্ষক আরবী ভাষা শিক্ষার পাঠদান করেন তাকে হুযূর (আই.) বলেন, জার্মানীতে যেসব আরব রয়েছে তাদের কাছে যান, আর তবলীগ করুন। নিজের আশেপাশে অন্যদেরও সন্ধান করুন, আর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করুন।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, নিজের দক্ষতাকে উন্নত ও বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুবাদ করুন, বই পড়ুন।

এক মোয়াল্লেম সিলসিলা নিবেদন করেন, নিজের রিজিয়নের ৩০টি মজলিসে যাতায়াত করি। অনেকের প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। অনেককে ওযুর পদ্ধতি পর্যন্ত বলে দিতে হয়। এতে হুযূর (আই.) বলেন, মৌলিক বিষয়াদির পাঠ দান করুন।

সোয়া আটটায় মিটিং শেষ হয়।

[আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ নভেম্বর ২০১১ এর সৌজন্যে]

অনুবাদ : **মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন**
ভাইস প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

দোয়ার আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মারুফ আহমদ মোন্তাযেম তালিম মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা, তিনি ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। কয়েকদিনের মধ্যে (জানুয়ারী-২০১২) অপারেশন ও সুচিকিৎসার জন্য ভারতে যাবেন। তাঁর সফল অপারেশন ও আশু রোগ মুক্তির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নির কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মঞ্জুর আহমদ

জেহাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্মানুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়

হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৫) (রা.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা

পঞ্চম যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়েছে তা হলো মহানবী (সা.) প্রবর্তিত জেহাদ-কে আমরা অস্বীকার করি। আমি সর্বদা এটা ভেবে আশ্চর্য হই যে, আমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হয় যদিও আমরা অবিরাম বলি যে, 'আমরা জেহাদ অস্বীকার করি একথাটি সর্বৈব মিথ্যা'। আমরা বিশ্বাস করি, জেহাদ ব্যতীত ঈমান কখনো পরিপূর্ণ হয় না। ইসলামের এবং মুসলমানদের দুর্বলতা, ঈমানের অবক্ষয় কিংবা অনুপস্থিতি যা আমরা আজ সকল ক্ষেত্রেই অবলোকন করছি তা জেহাদের বিষয়ে অমনোযোগিতার কারণেই ঘটছে। আমরা জেহাদ অস্বীকার করি, তাদের এই দাবী নিতান্তই বানোয়াট। পবিত্র কুরানের বিভিন্ন স্থানে জেহাদ বিষয়ে শিক্ষা রয়েছে এবং মুসলমান হিসেবে ও পবিত্র কুরআনের জন্য আত্মোৎসর্গকারী হিসেবে আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা অস্বীকার করি এবং বিরোধিতা করি প্রবলভাবে সেই ধারণার, যা মানুষকে দিয়েছে ইসলামের নামে রক্তপাত ঘটানোর, বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা করে তা ছড়িয়ে দেয়ার আর নাগরিক শান্তি বিনষ্ট করার অধিকার। এটা করা মানে ইসলামের সুন্দর নামে কালিমা লেপন করা। এটা আমরা কখনও মেনে নেব না যে, স্ব-উদ্ভাবিত এই নিজস্ব ধারায় ধর্মের সেবা করার কারণে ইসলামের শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। আমরা জেহাদের বিপক্ষে নই।

আমরা শুধু মাত্র জেহাদের নামে যে কোন ধরনের অতিরঞ্জিত লেবেল লাগানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে। আর, প্রিয় পাঠক, আপনারা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারেন যে, যদি অত্যন্ত প্রিয় কারো দোষ অন্বেষণ করা হয় তাহলে সেটা কত বড় অপরাধ হবে যদি তা তারই ভালবাসার পাত্র দ্বারা ঘটে। তিনিও কি দোষ অন্বেষণকারীর উপর ভীষণ রাগান্বিত হবেন না! তেমনি ভাবে আমাদেরকে তারাই রাগিয়ে দিয়েছে যারা তাদের কথা বা কাজ দ্বারা ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষ ইসলামকে দেখে একটি বর্বর ধর্ম হিসেবে এবং ইসলাম ধর্মের নবীকে তারা দেখে একজন হিংস্র সমরবাদী সম্রাট হিসেবে। তারা পবিত্র নবীর জীবনীতে এমন কি পেয়েছে (?) যার ফলে এধরনের বিবরণকে নিশ্চিত করতে পারে? তারা কি তাঁর মধ্যে ধার্মিকতার অনুশাসনের কোন ব্যত্যয় খুঁজে পেয়েছে? না, মুসলমানরাই তাদের কাজ দ্বারা বিশ্বকে ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন এক সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অনেক গুলো ভুলের মধ্যে একটি ভুল হয়েছে পবিত্র নবীর ভুল ভাবমুর্তি তুলে ধরে পবিত্র নবীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা। মহানবী ছিলেন দয়া এবং ক্ষমার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। এমনকি তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সবচেয়ে নীচ হীন প্রাণীকেও আঘাত করতেন না। তারপরেও তাঁকে সারা দুনিয়ার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে সবাইকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা হলো এবং তাদের মনকে বিষিয়ে তোলা হলো।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বার বার জেহাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কি সেই জেহাদ যার প্রতি আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রাসূল মুসলমানদের আহ্বান করেছিলেন? এবং বর্তমানে কোন জেহাদ আমরা প্রত্যক্ষ করছি? জেহাদ যার দিকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের আহ্বান করেছেন সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

'অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের আনুগত্য করো না। আর তুমি এ (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বড় জিহাদ করতে থাক।' (আল-ফুরকান, ৫৩)

তাই সর্বোচ্চ জেহাদ হচ্ছে সেই জেহাদ যার নির্দেশ কুরআনে রয়েছে। এটা কি সেই জেহাদ যার প্রতি আজ মুসলমানদের আহ্বান করা হচ্ছে? এমন কত সংখ্যক মুসলমান রয়েছেন যারা শুধুমাত্র কুরআনকে সাথে নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়? ইসলাম এবং কুরআন কি এতই অন্তসারশুন্য এবং আনাকর্ষণীয়? যদি ইসলাম এবং কুরআন আজ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে না পারে, তাহলে ইসলামের সত্যতার কি প্রমাণ আমাদের রয়েছে যে মানুষের কথা হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারে। খোদার কথা কি কোন হৃদয়কে পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়? এটা তলোয়ারের সাহায্য ছাড়া কি দুনিয়াতে কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়? মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে, তলোয়ার হৃদয়ের পরিবর্তনে কোন প্রভাব আনতে সক্ষম নয় এবং ইসলাম ধর্মে মানুষকে ভয় বা প্রভাব খাটিয়ে ধর্মান্তর করার চেষ্টা পাপ। খোদা কি পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেন নি :

'মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, "আমরা (কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল।" আর আল্লাহ্ জানেন তুমি নিশ্চয়ই তার রাসূল। এরপরও আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (আল-মুনাফিকুন, ২)

এই হচ্ছে কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা। যদি তলোয়ার দিয়ে ইসলামের প্রসার সঠিক হতো, তাহলে এটাও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো এভাবে যারা বহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করতো কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখনও অবিশ্বাসী থেকে যেতো? যদি বল প্রয়োগে মানুষকে ধর্মান্তর করা সঠিকও হতো, তবুও এধরনের ধর্মান্তরিত লোকগুলো হৃদয়ে সেই বিশ্বাস ধারণ করতো না, তথাপি কি তারা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সত্যিকারের ধর্মান্তরিত হয়ে যেতো? তাই, এটা চিন্তা করা ভুল যে, ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার জন্য তলোয়ারের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। অপরদিকে, ইসলাম হচ্ছে সর্বপ্রথম ধর্ম, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে :

'ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। নিশ্চয় সৎপথ ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য হয়ে গেছে।' (আল বাকারা : ২৫৭) ইসলাম ধর্মমতে, বিশ্বাস করা কিংবা না করার বিষয়ে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম আরও শিক্ষা দেয়, "আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আল-বাকারা : ১৯১)

এখানে ধর্মযুদ্ধের আইন কানুন পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মযুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে চালাতে হবে যারা ধর্মের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, জোর করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করতে চায়। ইসলাম এ ধরনের যুদ্ধেও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করেছে। অমুসলিমরা, যারা মুসলামানদের জোর করে ধর্মান্তরিত করতে চায়, তারা যদি এ ধরনের উদ্যোগ থেকে

বিরত থাকে, তাহলে মুসলমানরাও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। ইসলামের এ ধরনের শিক্ষায় কেউ বলতে পারবে না যে, ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য যুদ্ধের শিক্ষা দেয়। আর যদি ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদনও দেয়, তা কোন ধর্মকে ধ্বংস বা আঘাত করার জন্য নয়। বরং এটা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, ধর্মীয় প্রার্থনালয় গুলো রক্ষা করার জন্য। পবিত্র কুরআনে এব্যাপারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, "যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পুর্ণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক।' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর এক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপসনালয়গুলো ধ্বংস করে দেয়া হতো আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হতো) যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী।" (আল হাজ্জ : ৪০-৪১)

পবিত্র কুরআন এই অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখে নাই। একটি ধর্ম যুদ্ধের অনুমতি ততক্ষণ পর্যন্ত দেয়া হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধ সেই সব লোকদের বিপক্ষে সংঘটিত হয় যারা অন্যদেরকে বলপূর্বক তাদের ধর্মত্যাগ করাতে চায়; যতক্ষণ পর্যন্ত না উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মুসলমানদের ওপর বল প্রয়োগ করে ইসলাম ত্যাগ করানো হয়। একটি ধর্মযুদ্ধ তখনই যথার্থ হতে পারে যখন কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এমনকি যখন ধর্মযুদ্ধের অনুমোদন দেয়া হয়, তখনও ধর্মযুদ্ধ মানুষকে বলপূর্বক তার বিশ্বাস ত্যাগ করায় না। না এর কোন উদ্দেশ্য থাকে প্রার্থনার স্থল ধ্বংস করা বা মানুষকে হত্যা করা। ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো ধর্মকে রক্ষা করা, অন্য সকল ধর্মকে রক্ষা করা, সকল প্রার্থনাস্থলকে অবমানিত হওয়া থেকে ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করা, তা সংখ্যায় যাই হোক। শুধুমাত্র এ ধরনের ধর্মযুদ্ধ ইসলাম অনুমোদন দেয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের সাক্ষী এবং রক্ষক। ইসলাম সন্ত্রাস কিংবা নিষ্ঠুরতা কিংবা পরাধীনতার দল নয়। সংক্ষেপে, ইসলাম জেহাদ মঞ্জুর করে সেই সকল লোকদের বিরুদ্ধে যারা অন্যদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দেয় অথবা যারা মানুষকে জোর করে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে চায় জেহাদ তাদের বিরুদ্ধে হতে পারে যারা ইসলামের কারণে মানুষকে হত্যা করে। শুধুমাত্র এধরনের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। এছাড়া, অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ভুল এবং ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ। যুদ্ধ যদি এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুমোদন না দিয়ে থাকে, তাহলে সেই যুদ্ধ হতে পারে রাজনৈতিক যুদ্ধ, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে। এটা হতে পারে দুই মুসলীম দলের মধ্যে। কিন্তু এটা ধর্মযুদ্ধ হবে না। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিতে জেহাদ, যা সন্ত্রাস এবং অরাজকতা ছাড়া কিছুই নয় তা মুসলমানরা অন্যদের থেকে ধার করে এনেছে। ইসলামে এধরনের জেহাদের কোন অনুমোদন নেই। এমনকি ইসলাম এমন জেহাদকে চেনে না। অদ্ভুত মনে হলেও এটা ঠিক, মুসলমানদের মধ্যে এধারণা ছড়িয়ে দেয়ায় খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ভূমিকা রয়েছে, আবার তারাই ইসলামের কথিত জেহাদের শিক্ষার নিন্দায় সোচ্চার। মধ্যযুগে, এ ধরনের ধর্মযুদ্ধ হরহামেশাই হতো। গোটা ইউরোপ তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকার অংশে স্বাধীন উপজাতিরা যেভাবে ভারতের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালায়, ঠিক সেইভাবে খ্রীষ্টান যোদ্ধা এবং ধর্মযোদ্ধারা মুসলিম দেশসমূহের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালায়। একই সময়ে সেই ইউরোপীয়ানদের উপরও আক্রমণ চালায় যারা খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। খ্রীষ্টানরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য। দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টানদের এই হিংস্র এবং অপ্ররোচিত আক্রমণে মুসলমানগণ তাদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। খ্রীষ্টানদের উদাহরণ অনুসরণ করে তারাও অন্যান্য জাতির এবং দেশের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। তারা তাদের নিজ ধর্মের শিক্ষা ভুলে যায়। ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টানদের সদৃশ হয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করে আর খ্রীষ্টানরাই তখন এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন শুরু করে। খ্রীষ্টানদের পক্ষ থেকে এখন আপত্তি আসছে, এই বাস্তবতা স্বত্ত্বেও মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের এই খেলা ধরতে পারল না।

সারা বিশ্ব জুড়ে এখন এই অভিযোগের আঙ্গুল ইসলামের দিকে। সর্বত্রই এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে, কিন্তু মুসলমানগণ এটা অনুধাবন করতে পারছে না। বোকার মতো তারা ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের টেক্সট এবং যুক্তি অব্যাহত রেখেছে। ফলে শত্রুরা মুসলমানদের সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়ে ইসলাম ধর্মকে ঘায়েল করতে সক্ষম। এই যুদ্ধ যাকে তারা জেহাদ নামে আখ্যায়িত করছে তা ইসলামের কোন উপকারে আসছে না। বরং তারা শুধু ক্ষতিই করেছে। মুসলমানগণ বিজয়ের নৈতিক শর্তগুলো দেখার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বিজয়, অস্ত্র কিংবা সংখ্যা থেকে আসে না, বরং জাতির দক্ষতা, সংগঠন, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি এবং সুনামের উপর নির্ভর করে। একটি ছোট জাতি একটি বড় জাতির উপর বিজয় লাভ করতে পারে, যদি ছোট জাতির মধ্যে বিজয়ের সেই শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে। এগুলো ছাড়া একটি বিশাল সেনাবাহিনীও ব্যর্থতা বয়ে আনতে পারে। এটাও ভালো হতো যদি মুসলমানগণ ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত জেহাদের মধ্যে তাদের উন্নতি না খুঁজে বরং নৈতিক উৎকর্ষতা এবং দক্ষতার মধ্যে খুঁজতো, যা একটি জাতির সাফল্য বয়ে আনে। ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত জেহাদ করে তারা ইসলামের দুর্নাম বয়ে আনে এবং তাদের নিজেদের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যদি একটি জাতি ধর্মের লেবাসে রাজনৈতিক যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেয়, তাতে শুধু অন্যান্য জাতিগুলোকে সেই জাতির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে শত্রুতার দিকেই ঠেলে দেয়া হয়। অন্য জাতিগুলো নিরপত্তাবোধহীনতায় ভুগতে থাকে। যখন ধর্মীয় মতপার্থক্য আন্তর্জাতিক বিরোধে রূপ নেয়। তখন একটি দেশ অন্যদের কাছে সুনাম বহন করলেও বহি:শত্রু থেকে মুক্ত নয়। যখন ধর্মের কারণে দেশগুলো বিভক্ত হয়ে যায়, তখন প্রত্যেকটি দেশ অপর দেশের ভয়ে ভীত থাকে। ভাল ব্যবহার এবং সুনাম তখন আর কোন কাজে আসে না।

এই সব গুণাবলী একটি রাজনৈতিক যুদ্ধকে রোধ করতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধকে নয়। সংক্ষেপে আমরা জেহাদকে অস্বীকার করি না বরং এর গুরুত্ব আমরা জোরালোভাবে ঘোষণা করি। আমরা শুধুমাত্র এর ভুল ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করি, যাতে ইসলামের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। আমাদের মতে, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জেহাদের প্রকৃত অর্থ তারা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তার উপর। যদি তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, প্রকৃত জেহাদ হচ্ছে সেই জেহাদ যা কুরআনে বর্ণিত আছে (২৫ : ৫৩) এবং তলোয়ারের জেহাদ নয়, যদি তারা এটা বুঝতে পারে যে, ধর্মীয় মত-পার্থক্যের কারণে কোন মানুষের জীবন কিংবা সম্মাণ কিংবা সুনামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কোনই অনুমোদন নেই (আল কুরআন : ৪ ;৯১, ২: ১৯১, ৬০ : ৯০), তাহলে তাদের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গি শুভ পরিবর্তনের দিকে যাবে, এমন একটা পরিবর্তন যা তাদের সঠিক পথের আরো কাছে নিয়ে আসে। তখন তারা কুরআনের একটি আয়াত অনুসরণ করতে থাকবে যেখানে বলা হয়েছে, "আর বাড়ীঘরের পেছন দিক থেকে তোমাদের প্রবেশ করা কোন পুণ্যের কাজ নয়। বরং প্রকৃত পুণ্যবান সে-ই, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা বাড়ীঘরে এর নির্ধারিত দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার" (আল-বাকারা : ১৯০)।

তাহলেই তারা সফলতা থেকে আরো অধিকতর সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্

[Invitation to Ahmadiyyat, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1980, অবলম্বনে]

‘বেদ’-এ হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

সর্বশক্তিমান খোদা আমাদের সবার জন্য দৈহিক প্রয়োজনের যাবতীয় উপকরণের যোগান দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন” (২ : ৩০)।

আরো বলা হয়েছে, “এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন; সব কিছুর মালিক কেবল তিনিই” (৪৫ : ১৪)।

সর্বশক্তিমান খোদা যেভাবে আমাদের যাবতীয় দৈহিক প্রয়োজনাদি পূরণের বিষয়ে যত্ন নিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তিনি আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদিরও যোগান দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের সব অংশে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জাতিতে তাঁর রাসূল ও সংস্কারক প্রেরণ করে আসছেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তা হচ্ছে, “আর প্রত্যেক জাতিতেই কোন না কোন সতর্ককারী এসেছে” (৩৫ : ২৫)। “আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথপ্রদর্শক থাকে” (১৩ : ৮)।

“যখনই ধর্মে কোন পতন ঘটে এবং অধর্মের বিস্তার হয়, তখন দরিদ্র ও ভাল লোকদের সংরক্ষণ এবং অসদাচারীদের বিনাশ সাধনের জন্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হবো” (শ্রীমৎ ভগবত গীতা, ৪ : ৭-৮)।

এসব শিক্ষা মোতাবেক সর্বশক্তিমান খোদা মানব জাতির আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন কল্পে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করে আসছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আদম, নূহ, আব্রাহাম, মূছা, যীশু, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, জরাথুস্ত্র, কনফুসিয়াস (সবার উপর শান্তিবর্ষিত হোক)। মানব মস্তিষ্ক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পূর্ণ উন্নতি অর্জন করলো এবং তাদের একজাতিতে পরিণত হবার সময় হলো, তখন বিভিন্ন জাতিতে আলাদা- আলাদা নবী প্রেরণের পদ্ধতির অবসান ঘটলো এবং সর্বশক্তিমান খোদা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্যে আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করলেন। ১৪০০ বছর পূর্বে তিনি আরব দেশে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে খোদা বলেন, “বল, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। জীবন ও মৃত্যু কেবল তিনিই দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তার এ রাসূল উম্মী-নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণী সমূহের উপর বিশ্বাস রাখেন। আর তোমরা তাকে এজন্যে অনুসরণ করো, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো” (৭ : ১৫৯)।

এটা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে যেসব নবী এসেছিলেন, তাদের শিক্ষা এক নির্দিষ্ট জাতি ও যুগের জন্যে নির্ধারিত ছিল। অপরপক্ষে ইসলামের বার্তার প্রকৃতি হচ্ছে বিশ্বজনীন। পবিত্র নবী (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে, “আর আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে কেবল এক রহমত রূপেই পাঠিয়েছি” (২১ : ১০৮)।

হিন্দুদের ‘বেদ’ এর মত আগেকার ধর্মগ্রন্থগুলো পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, “যারা এ রাসূল তথা ‘উম্মী নবী’কে অনুসরণ করে, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান ‘তওরাত’ ও ‘ইঞ্জীলে’ লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। সে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুকে হালাল এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে, তাদের ওপর চেপে থাকা বোঝা এবং তাদের গলার বেড়ি থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে ও সহযোগিতা করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম হবে”

(৭ : ১৫৮)।

পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত এ দীর্ঘ আয়াত শুধুমাত্র পবিত্র নবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যই বর্ণনা করে না, উপরন্তু একথাও বলে যে, পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থ সমূহও তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে। শুধু ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ নয়, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও পবিত্র নবী (সা.) এর আগমন সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে।

হিন্দুদের ৪টি বেদের মধ্যে অথর্ববেদ এক বিশেষ স্থান লাভ করে। এটা ‘ব্রাহ্মবেদ’ অর্থাৎ ‘স্বর্গীয় জ্ঞান’ নামেও পরিচিত। এই বেদ নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি ধারণ করে :–

“হে মানুষ, শ্রদ্ধাবনত হয়ে এ কথাগুলো শোন। মানুষের মাঝে একজন খুবই প্রশংসিত ব্যক্তির আবিভাব হবে। ঈশ্বর তাঁকে ৬০০৯০ জন শত্রুর মধ্য থেকে

গ্রহণ করবেন। তাঁর বাহন হবে ২০টি উট। তাঁর নাম উচ্চে উত্থিত হবে এবং অত:পর ফিরে আসবে। এই মহান ঋষির ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা, ১০টি রূপোর নেকলেস, ৩০০টি আরবী ঘোড়া এবং ১০ হাজার গাভী থাকবে (অথর্ববেদ কান্তাম, ২০-১২৭,৭০-১-৩)।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে পবিত্র নবী (সা.)-এর অনেকগুলো বৈশিস্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুত ঋষিকে 'প্রশংসিত' নামে ডাকা হয়েছে। 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থই হচ্ছে 'প্রশংসিত'। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা বাহন হিসেবে উট ব্যবহার করবেন, অথচ ভারতের ঋষিগণের জন্যে উটের ব্যবহার নিষিদ্ধ (মনুস্মৃতি- ৫ : ৮)। পবিত্র নবী (সা.) যখন আরবে আবির্ভুত হন, তখন আরবের জনসংখ্যা ৬০ হাজার অপেক্ষা সামান্য বেশী ছিল বরে এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। এই সমগ্র জনতাই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান খোদা তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। পবিত্র কুরআন আরো বলে, "এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন" (৫ : ৬৮)। উচ্চে ওড়া এবং ফিরে আসা বলতে তাঁর (সা.) 'মিরাজ' (আধ্যাত্মিক আরোহন) এর অভিজ্ঞতাকে বুঝানো হয়েছে।

১০০টি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা তাঁর ঐসব সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে, যারা দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। ১০টি মুক্তার হার দ্বারা পবিত্র নবী (সা.) এর সেই ১০ জন সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে, যাদের সম্পর্কে এ জগতেই খোদা 'জান্নাত' লাভের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারা হচ্ছেন–আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সা'দ বিন জায়েদ এবং আবু উবাইদাহ্ (রাজিআল্লাহু আনহুম)। ৩০০ 'আরবী ঘোড়া' বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মোট সংখ্যা ৩১৩ হলেও ৮ জন যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি, ১ জন যুদ্ধ শুরু হবার আগেই মারা যান এবং ৪ জন ছিলেন শিশু। এভাবে বদরের যুদ্ধে পবিত্র নবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৩০০। ১০ হাজার গাভী বলতে সেই দশ হাজার পুণ্যাত্মা সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিজয়ীর বেশে তাঁর (সা.) সাথে মক্কায় ফিরে আসেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১০ হাজার সংখ্যাটি বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে।

পবিত্র নবী (সা.) এর আবির্ভাব-সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী "ভবিষ্যত পুরানে"ও রয়েছে। মহাঋষি বিশ্বমুণি নিজ অগাধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা এবং খোদা-প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে হিন্দুদের মধ্যে এক বিশিষ্ট মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকাদি রচনা করা ছাড়াও তিনি 'ব্রহ্ম পুরাণ', ও 'ভগত পুরাণ' রচনা করেছেন। ১৮তম পুরাণের নামকরণ হয়েছে 'ভবিষ্যৎ পুরান'। এতে ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত বাণী রয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে এই গ্রন্থ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে। পবিত্র নবী (সা.) সম্পর্কে এই 'ভবিষ্যৎ পুরাণ' নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ধারণ করে :–

"বিদেশ ভূমি' (ভারতের বাইরে) থেকে শিষ্য-সমভিব্যহারে একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারক আসবেন। তাঁর নাম হবে 'মাহামদ' (মুহাম্মদ) তিনি এক মরুভূমিতে বাস করবেন" (ভবিষ্যৎ পুরাণ, ৩ : ৫-৮)।

এখানে উল্লেখিত আধ্যাত্মিক সংস্কারকের নামটি যে 'মুহাম্মদ', তা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদ গ্রন্থে সাধারণত ভারতের বাইরের সব দেশকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়। 'বিদেশ ভূমি'টিকে বলা হয়েছে মরুভূমিতে অবস্থিত। এখানে পবিত্র নবী (সা.) এর সাহাবীদের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এতো অধিক সংখ্যক সাহাবা অন্য কোন নবীর ছিল না, যারা তাদের জীবনকে নবীর জীবনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। মহাঋষি বিশ্বমুণি তার এই মুহাম্মদ ঋষি ও তাঁর অনুসারীদের নিম্নবর্ণিত গুণসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন : –

'তাঁর অনুসারীরা খৎনা করবে। তারা ব্রাহ্মণদের মত তাদের মাথার চুল ছোট করবে না। তারা দাড়ি রাখবে। তারা এক বিপ্লব ঘটাবে। তারা উচ্চস্বরে মানুষকে ডাকবে (অর্থাৎ প্রার্থনার জন্য মানুষকে আহ্বান করতে ঘন্টা ব্যবহারের বদলে উচ্চস্বরে আজান দ্বারা মানুষকে ডাকবে)। তারা শুকুরের মাংস ভক্ষণ করবে না, অন্যান্য প্রাণীর মাংস খাবে। তারা জিহাদের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খাতিরে যুদ্ধ করা)। তাদের সভ্যতার নাম হবে 'মুছলে' (অর্থাৎ মুসলিম)"–(ভবিষ্যৎ পুরাণ, খন্ড-৩ অংশ-৩)।

কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই এসব বৈশিষ্ঠ্যের সাথে ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের বৈশিষ্ঠ্য হুবহু মিলে যায়। সংক্ষেপে–হিন্দু ধর্মের স্বর্গীয় কেতাব সমূহের এসব ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর ব্যক্তিত্বে পূর্ণ হয়েছে।

পবিত্র নবী (সা.) সব জাতি ও ধর্মকে তাদের নিজ নিজ শিক্ষার ভিত্তিতে এজমালী মঞ্চে দাঁড় করিয়েছেন, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে "স্বর্গীয় একত্ব"। তিনি (সা.) সমগ্র মানবজাতির সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে "এতে এক চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে" (৯৮ : ৪)। অর্থাৎ এ কেতাব সব ধর্মের সারাংশ ধারণ করে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাসমূহ হচ্ছে সহজ এবং সার্বজনীন।

সংক্ষেপে, পবিত্র নবী (সা.) তাঁর মিশনে বিশাল সাফল্য অর্জন করেন, যা, এমনকি অমুসলিম প্রাচ্যভাষাবিদগণও নিশ্চিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় বসোয়ার্থ স্মীথ এম, এ, সাহেব লিখেন, "সৌভাগ্যক্রমে ইতিহাস সম্পূর্ণ শর্তহীন ভাবে মুহাম্মদ একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র ও একটি ধর্মের ত্রিমুখী প্রতিষ্ঠাতা এবং আজ নাগাদ বিশ্বমানবের এক ষষ্টাংশ কর্তৃক পবিত্রতা, রীতি, জ্ঞান এবং সত্যবাদীতার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে এক শ্রদ্ধাষ্পদ ব্যক্তিত্ব"।

জার্মান ভাষাবিদ নলডিকি লিখেন, "মুহাম্মদ সব নবী এবং ধর্মীয়-ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবচে' সার্থক" (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : কুরআন)।

হে খোদা, মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের উপর তুমি কৃপাবারি ও রহমত বর্ষণ করো। তুমি হচ্ছ প্রশংসনীয় এবং সম্মানের মালিক।

[রিভিউ অব রিলিজিয়নস, মে-জুন ১৯৮৩ অবলম্বনে]

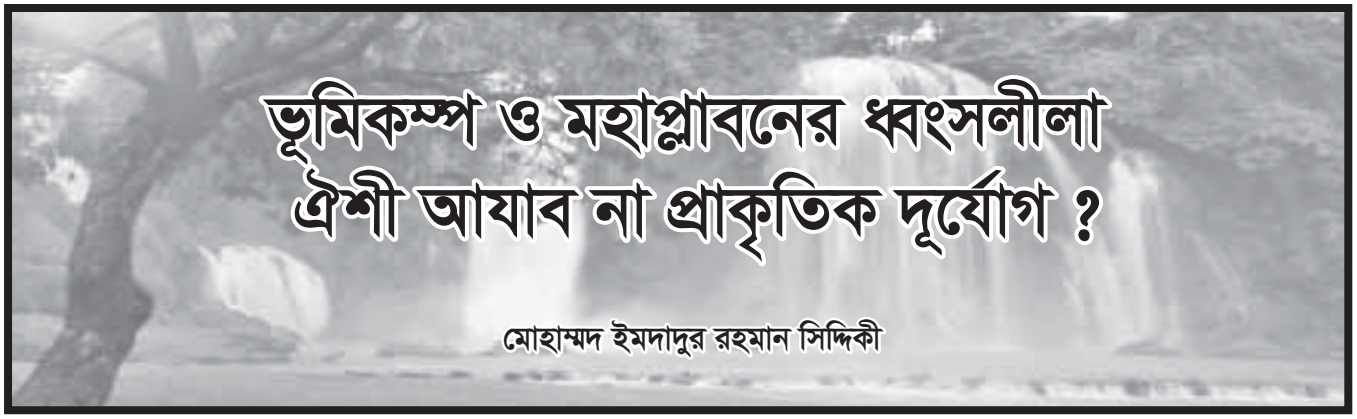

ভূমিকম্প ও মহাপ্লাবনের ধ্বংসলীলা ঐশী আযাব না প্রাকৃতিক দূর্যোগ ?

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। ২৮ মে ২০১০ইং তারিখে শুক্রবার জুমুআর নামাযের সময় লাহোর শহরের বড় বড় দু'টি আহমদীয়া মসজিদে, দারুয্‌যিকর (গাড়হি সাহু) এবং মসজিদ নূর মডেল টাউনে একই সময় উগ্র সাম্প্রদায়িক জংগী হামলায় ৮৬ জন আহমদী শহীদ এবং প্রায় ১২০ জন আহত হন। প্রায় প্রত্যেক জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে, বড় বড় অক্ষরে বিস্তারিত খবর ছাপা হয়। 'তাহরীকে তালেবান পাঞ্জাব' নামক জংগী সংগঠন এর দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। (রোযনামা পাকিস্তান, শনিবার ২৯ মে, ২০১০ইং)

আহমদীরা কখনও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করে না, রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ী ভাংচুর করে না। কারো কাছে কোন সাহায্য চায় না। না সরকারের কাছে, না কোন দেশী বা বিদেশী সংগঠনের কাছে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে বা ভারতে বা আফ্রিকাতে বা যুক্তরাজ্যে কোথাও জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আহমদী বিরোধী আন্দোলন বা আক্রমণ হয় না বরং বড় বড় শক্তিশালী আন্তর্জাতিক গোপন শক্তির সাহায্যে এগুলো করা হয়।

আহমদীরা কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে না। তারা আকাশ থেকে ঐশী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে এবং প্রথম দিন থেকে মহাবিশ্বের সর্বময় শক্তির অধিকারী খোদা তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে সাহায্য করে চলেছেন। আজও করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

লাহোরে আহমদীয়া মসজিদের উক্ত ঘটনার ঠিক দু'মাস পর ২৮ জুলাই ইসলামাবাদে একটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ধ্বংস হলে সেখানে ১৫২ জন যাত্রী নিহত হয়। ঠিক এই সময় ২৬ জুলাই ২০১০ইং পেশাওয়ার অঞ্চলে ২৪ ঘন্টায় ১০.৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে এক মহাপ্লাবনের সূচনা হয়। এই প্লাবন পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শুরু হয়ে সমগ্র দেশের মধ্য দিয়ে নদীর দু'কুলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে সিন্ধু হয়ে সাগরে নেমে শেষ হতে প্রায় দু'মাসের বেশী সময় লেগে যায়। দু'মাসের বেশী সময় ধরে এই প্লাবনের ধ্বংসলীলা চলতে থাকে। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলোতে, রেডিও, টিভির চ্যানেলগুলোতে ধ্বংসের খবর প্রচার হতে থাকে। দেশী-বিদেশী সকল মাধ্যমে প্রচার হয়–আকাশ হ'তে বৃষ্টি যেমন বাড়ছে তেমনি ভূ-পৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো থেকে পানি উৎসারিত হয়ে চলছে। কোন কোন শহর ১৮ ফুট উচু পানির নীচে তলিয়ে গেছে।

UNO -এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে। এই প্লাবনে ২০০০ বেশী মানুষ মারা গেছে। দুই কোটি দশ লক্ষের মত মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গৃহ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। ১৭ মিলিয়ন বা এককোটি ৭০ লক্ষ একর জমির ফসল ডুবে গেছে। কেবল ২০ লক্ষ গাঁট তুলা ধ্বংস হয়েছে।

WPF (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম) এর ২০ সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট অনুসারে সাত লক্ষ বসতবাটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে এবং ৪ লক্ষ বাড়ী বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। ১৭,৬০০ স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৪৩৬টি চিকিৎসা সেবা-কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে। ২৪৩৪ মাইল হাইওয়ে সড়ক ভেঙ্গে গেছে। ১২ লক্ষের বেশী পশু মারা গেছে।

ADB, এশিয়ান ডেভলাপমেন্ট ব্যাংকের হিসাবে ধ্বংসের ক্ষতির পরিমাণ ৬৯ বিলিয়ন ডলার হবে এবং অর্থ ব্যবস্থার উপর তার যে প্রভাব পড়েছে এতে এই ক্ষতির পরিমাণ ৪৩ বিলিয়ন ডলার। এই বন্যা বা প্লাবন একটি ঐশী আযাব বটে। একটি ছোট-খাটো কিয়ামত ঘটে গেছে। বিগত ৯০ বছরেও এতবড় বন্যার কোন নজির নাই।

অনেকেই এটিকে আসমানের আযাব বলে স্বীকারও করেছেন। তবে কেউ কেউ ঐশী আযাব বলতে চান না। কয়েকটি বিবৃতি এখানে উল্লেখ করছি।

- জামিয়াতুল উলামায়ে ইসলামের আমীর, মওলানা ফজলুর রহমান এই প্লাবনের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে এটাকে আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে না চলার ফল বলে মন্তব্য করেছেন। (দৈনিক পাকিস্তান, লাহোর, ১৫ আগষ্ট ২০১০)

- জামাতে ইসলামী পাঞ্জাবের আমীর ডা: ওয়াসিম আখতার বলেছেন, প্লাবনের আকারে দেশের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযেল হয়েছে। সমগ্র জাতি এবং সরকারের কর্মকর্তাদের তওবা এস্তেগফার করা উচিত। (দৈনিক ডন, লাহোর, ১৬ আগষ্ট ২০১০ইং)

- পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরী পারভেজ এলাহী বলেছেন, 'ক্ষমতাসীনদের কর্মকান্ডের ফলে দেশের উপর এই দূর্যোগ নেমে এসেছে।" (দৈনিক জং ২৯ আগষ্ট, ২০১০ইং)

- দেশের প্রধান মন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানী বলেছেন, "দেশ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে।" (দৈনিক জং ২৫ আগষ্ট ২০১০ইং)

• "তাহরীকে মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা আহলে সুন্নত ব্রেলেভী মতবাদের আল্লামা তাহের আল কাদরী বলেছেন, 'পাকিস্তানের প্রাতৃতিক দূর্যোগ', আকস্মিক মৃত্যু, টার্গেট কিলিং এবং সন্ত্রাসবাদের আক্রমণের ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র ক্রোধের ফলে ঘটছে।" (দৈনিক পাকিস্তান, লাহোর, ১৫ আগষ্ট ২০১০ইং)

অনেকেই লিখেছেন ধ্বংসলীলা এত ভয়াবহ যে, সঠিক অনুমানও করা যাচ্ছে না। আমরা মনে করি এ সময় কুরআন মজিদের কতিপয় আয়াত পড়ে চিন্তা করা উচিত। কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত পড়ে দেখা উচিত।

• "কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলো। তখন আমরা তাদের ওপর ভাঙাবাঁধ (থেকে এক) প্রচন্ড প্লাবন পাঠালাম। তাদের বাগানগুলোর পরিবর্তে আমরা তাদের এমন দু'টি বাগান দিলাম যেগুলোতে তিতা ফল ও ঝাউ ও কিছু কুল গাছ ছিল।" (সূরা সাবা : ১৭)

• আমরা তাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর আমরা কেবল চরম অকৃতজ্ঞদেরকেই এরূপ প্রতিফল (শাস্তি) দিয়ে থাকি। (সূরা সাবা : ১৮)।

• কিন্তু তারা তাকে (নূহ্ আ.কে) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং আমরা তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদের উদ্ধার করলাম। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জাতি।

(আল-আরাফ : ৬৫)

• এদের পূর্বে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর তারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল, 'সে তো এক উন্মাদ এবং বিতাড়িত (ব্যক্তি) (আল কামার : ১০)

• তখন আমরা অবিরাম বর্ষণরত পানির মাধ্যমে আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম।

(সূরা আল কামার : ১২)

এখানেও হযরত নূহ্ (আ.)-এর প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, আজ থেকে প্রায় ১২০ বৎসর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দাবী করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন দিয়ে তাঁকে ও তাঁর জামাতকে সাহায্য করবেন এবং রক্ষা করবেন।

বিবেকবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুঝতে পারবেন যে, অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে অনেক বেশী বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অতীতের তুলনায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলা অনেক বেশী দেখা দিয়েছে। আমরা যদি বিগত দশ বছরের প্রকাশিত প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলো তুলনা করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে, দিন দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা অনেক বেশী বেড়ে গেছে।

যেমন এ বছর সারা বছরই পৃথিবীর কোন না কোন দেশে বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটেই চলেছে। কোথাও বন্যা, কোথাও দাবানল, কোথাও প্রচন্ড খরা ও তীব্র গরম বাতাস আর কোথাও প্রচন্ড তুষারপাত ও তুষার ঝড় বয়ে চলেছে। এই কারণে আমরা মনে করি বিশ্ববাসীর উচিত হবে বিশেষ করে মুসলমানদের, হযরত মির্যা গোলাম কাদিয়ানী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করা ও বিচার বিশ্লেষণ করা।

আমরা এখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর শত শত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

এককথায় বলা যায় যে, এ যাবত যা কিছু ঘটেছে তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরো দ্রুত আসমানী আযাব-গজব প্রকাশ পেতে থাকবে। কারণ আর কিছুই না শুধু আহমদীয়া জামাতের উপর অমানবীয় যুলুম ও নির্যাতন। মানুষ অভিযোগ করে যে, তিনি কি আযাবের জন্যই এসেছেন? মানুষ চিন্তা করে না যে, যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত বা আবির্ভূত হন তারা রহমত, কল্যাণ বা মঙ্গল এবং আযাব উভয়টায় নিয়ে আসেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য অনেক বড় রহমত ও কল্যাণ বয়ে এনেছেন। তবে হ্যাঁ, বিরোধীদের জন্য আযাবও প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক। খুব ছোট ছোট বাক্যগুলো উল্লেখ করছি। কারণ বড় বড় বাক্যগুলো লিখতে গেলে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে।

(১) পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি; তবে খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি তোমার প্রতি এমন এমন আশিস বর্ষন করবো যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

(আল ওসীয়্যত পৃষ্ঠা ১২)

* "দেখ! আকাশ থেকে তোমার জন্য বর্ষণ করব।" (তাযকেরা পৃ: ৫৩৮)

* ঘরের উঠানে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।" (তাযকেরা পৃ: ৫৩৮)

* হযরত (আ.) লিখেছেন : আমি সকলকে আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ের নীচে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমি সত্যি সত্যি বলছি এদেশের পালা-ও ঘনিয়ে আসছে। হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগের অবস্থা তোমাদের চোখের সমানে এসে যাবে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন; ২২ খন্ড পৃ: ২৬৯)

উর্দু পংতী : যালযালে ছে দেখতাহুঁ মায় যমিন যের ও যবর

ওয়াক্‌ত আব নাযদিক হ্যায় আয়া খাড়া সেলাব

(মাজমুয়া ইশতেহারাত; ৩ খন্ড, ৬৩৭ পৃ:)

অনুবাদ : আমি দেখছি, ভূমিকম্পে ভুপৃষ্ঠ ওলট পালট হচ্ছে

সময় এসে গেছে এখন বন্যা দেখা দিবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় ৬০ বছর পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ঐশী পয়গাম লাভ করেন। "সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত উভয় প্রান্তে সমান্তরালে নিদর্শন দেখাব।" (আল ফযল, ২৯ মার্চ ১৯৫২ইং)

অনেক বিস্তারিত বিবরণ আছে, সংক্ষেপে করা হলো। এবারের এই বন্যায় ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণতা পেয়েছে। সাধারণত: আযাব ছোট বড় বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। প্রথমে ছোট তারপর আস্তে আস্তে বড় এবং ঘন ঘন প্রকাশ পেতে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে :

আর আমরা নিশ্চয়ই বড় আযাবের পূর্বে তাদের ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো যাতে তারা (অনুতাপের সাথে আমাদের দিকে) ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ : ২২)

প্লাবন বা বন্যা আজ পর্যন্ত অনেক এসেছে। কিন্তু দিন দিন ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। ১৯৭৩ইং এর একটি বন্যার বিবরণে একটি পত্রিকা লিখেছে :

"বন্যা পাঞ্জাবের অর্ধেকটাকে ডুবিয়েছে। সত্য কথা এই যে, এতবড় ধ্বংস গত অর্ধ শতাব্দীতে দেখা যায়নি। হাজার হাজার গ্রাম ডুবে গেছে....." (চটান, লাহোর, ৩০ আগষ্ট ১৯৭৬ইং)

১৯৭৫ ইং এর বন্যা সম্পর্কে লিখেছে :

"সরকারী হিসাবে এখন পর্যন্ত দশ হাজার গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। ৫০ লক্ষের বেশী মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। অথচ ১৯৭৩ ইং সনের বন্যায় ১৮ লক্ষ মানুষ ও ৬৬৩২ গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল।"

(২০ আগষ্ট ১৯৭৬ইং সাপ্তাহিক আল এহতেশাম, লাহোর)

আল্লাহ্‌র রহমতে ২০১০ এর এই বন্যাতেও কোন আহমদীর প্রাণহানি হয়নি। তবে অনেক আহমদীর বাড়ী ঘরে পানি উঠেছে। কিন্তু যথা সময়ে জামাতের সতর্ক ব্যবস্থার ফলে অনেক কম ক্ষতি হয়েছে। বেশী মূল্যবান আসবাব পত্র, পশু সম্পদ বাঁচিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। আহমদীদের রক্ষার জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনা খুব দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে। ফলে ক্ষয় ক্ষতি সামান্য হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

আহমদীরা সব সময় সচেতন সতর্ক ও দোয়া রত আছেন, থাকবেন। কারণ তারা জানেন যে, এ যুগে আল্লাহ্‌র বিধান মতে বহু আযাব আসবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, "আর আমরা কোন রসূল না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না। আর আমরা যখন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন আমরা এর সচ্ছল লোকেদের (তাদের খেয়াল খুশিতে চলার) অনুমতি দেই। তখন এ (জনপদের) ক্ষেত্রে দন্ডাদেশ প্রযোজ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে সব ধরনের পাপে লিপ্ত থাকে এরপর আমরা এটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬, ১৭ ও ৬০)

আর আমরা কেবল পর্যায়ক্রমে ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মনোনীত বা প্রেরিত ব্যক্তির আবির্ভাবের পরে আযাব আসবেই। কিছু আযাব প্রেরিত ব্যক্তির জীবদ্দশাকালে আসে। আর কিছু আযাব তাঁর ইনতেকালের পরে আসে যেমন বলা হয়েছে : "আর আমরা তাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এর কিছুটা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করালে অথবা আমরা (এর পূর্বে) তোমাকে মৃত্যু দিলে, আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। তারা যা করছে তখন আল্লাহ্‌ই এর সাক্ষী হবেন।" (সূরা ইউনুস : ৪৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার সতর্ক করে গেছেন যে বড় বড় ধ্বংসাত্মক আযাব আসবে। তাই আহমদীরা প্রতিদিন তওবা, এস্তেগফার, নামায, সাদকা, অর্থের কুরবানী করতে থাকেন, দোয়ারত থাকেন।

আমাদের জামাতের প্রধান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সব সময় সতর্ক করতে থাকেন। যেমন লাহোরের আহমদীয়া মসজিদের যে ভয়ংকর ও মর্মান্তিক আক্রমণ চালানো হলো ২৮ মে ২০১০ইং তার পরে আমাদের ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ সতর্কবাণী দিলেন।

তিনি (আই.) বলেন,

"হে আহমদীগণ! তোমরা এমন যুলুম দেখেও বিচলিত হইও না। ঐশী জামাতের সাথে এমন করা হয়ে থাকে। এমন যালেমদের বিষয়টি খোদার হাতে ছেড়ে দাও। যালেমদেরকে খোদা ধরবেন এবং অবশ্যই ধরবেন। আমাদের কর্তব্য আল্লাহর সামনে মাথা নত করে রাখা এবং আল্লাহ্‌র রহমতকে আকর্ষণ করা, সংগ্রহ করা। মানুষ জানে না, এটি আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান তিনি যুলুম সহ্য করেন না। কোন প্রকার যুলুমই তিনি সহ্য করেন না। নিরীহ, নামাযী, সৎকর্মশীল, সারাদিন আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত আহমদীদের উপর যে যুলুম হচ্ছে–আল্লাহ্ কখনোই তা সহ্য করবেন না"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন :

"যদি আমি না আসতাম তা'হলে এসব বিপদাপদ আরো দেরী করে আসত। আমার আবির্ভাবের ফলে আল্লাহ্‌র গযবের গোপন ইচ্ছা যা অনেক দিন থেকে লুকানো ছিল, এখন প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন তিনি বলেছেন : "ওয়ামা কুন্না মুয়াযযাবীনা হাত্তা নাবয়াসা রাসূলা" অর্থ : যতক্ষণ আমরা রসূল না পাঠাই, আমরা আযাব দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬)

যারা তওবা করবেন তারা নিরাপদে থাকবেন; যারা বিপদের পূর্বে ভয়ে ভীত হয় তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে।

তোমরা কি ভাবছ যে, তোমরা এ সকল ভূমিকম্পে নিরাপদ থাকবে? অথবা তোমরা তোমাদের নিজেদের পরিকল্পনা দিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে? কখনও না!....."

তারপর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, কোন দেশ বা কোন জাতিই নিরাপদ নয়।

হ্যাঁ, কুরআনের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করে নিরাপদ থাকা সম্ভব। কুরআন বলে তওবা করে এস্তেগফার করে, সৎকর্ম করে নিরাপদ থাকা সম্ভব। অপরাধ, যুলুম অত্যাচার করে নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সকলকে হেদায়াত দান করুন।

(আল ফযল, ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১২ ও ১৯ নভেম্বর ২০১০ অবলম্বনে)

লেখক : প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

স্মৃতিতে জলসা

খিলাফতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও আনুগত্যের অম্লান সাক্ষ্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

২০১১ সালের বাংলাদেশের সালানা জলসা ঢাকার অদূরে গাজীপুরে করার জন্য সরকারী প্রশাসনের অনুমতি পাওয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আহমদী নারী-পুরুষ, শিশু, যুবা-বৃদ্ধ একত্রিত হতে শুরু করে। জলসার উদ্বোধনী দিবসের সকাল থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন পঞ্চগড়ের আহমদনগর আর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের হাওড় এলাকা ইসলামগঞ্জ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত বঙ্গোপসাগরের উপকুল ঘেঁষা বড় বাইশদিয়া ও সুন্দরবন এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত রাঙ্গামাটির মাহিল্লাহ থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ারের ঢলের ন্যায় যখন ছুটে আসছিল, সেই ক্ষণে 'জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রত্যাহার' জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে হতবাক করে দেয়। অতি দ্রুত সবাইকে গাজীপুরের জলসাগাহ পরিত্যাগ করতে হয়। স্বল্পতম সময়ে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে সীমিত পরিসরে উন্মুক্ত মঞ্চে আর খোলা আকাশের নীচে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে জলসার বাকী ২ দিনের অধিবেশনগুলো সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। আর ক'দিন পরেই বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই এখন থেকেই জলসার সফলতার জন্য আমাদের সবাইকে বিশেষভাবে দোয়ায় রত থাকা উচিৎ। আর জলসায় যোগদানের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, প্রতি বছর হাজার হাজার স্থানে লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাগমে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করে আসছে জলসা সালানা। আর এই সালানা জলসার মূল উদ্দেশ্য হলো পরম করুণাময় আল্লাহকে লাভ করা। আজ থেকে ১২১ বছর পূর্বের কথা অর্থাৎ ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের পবিত্র ভূমি দারুল আমান কাদিয়ানে প্রথম সালানা জলসার আয়োজন করেছিলেন। আর সেই প্রথম জলসায় ৭৫ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর যোহরের নামাযের পর কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে প্রথম এই জলসার কার্যক্রম ছোট্ট পরিসরে শুরু হয়। আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ সনে কাদিয়ানে। এতে ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৩ সনের জলসা অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকে। ১৮৯৪ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় সালানা জলসা হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয় কাদিয়ানের মসজিদুল আকসাতে ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৭ সনে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর এই সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ সন থেকে এই জলসা ধারাবাহিকভাবে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৫২ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। ১৯৫৬ সনের জলসায় উপস্থিতি ছিল ৬০ হাজার। ১৯৫৮ সনের জলসার উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ। ১৯৬০ সনের জলসায় উপস্থিতি ৭০ হাজার। ১৯৬১ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ।

১৯৬৫ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ৮০ হাজার। ১৯৬৬ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ৮৫ হাজার। ১৯৬৮ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ। ১৯৭৩ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার। ১৯৮০ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ২ লক্ষ। ১৯৮১ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যাও প্রায় ২ লক্ষ। ১৯৮২ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার। ১৯৮৩ সনের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার। এই জলসায়ই পাকিস্তানের রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত শেষ জলসা। ১৯৮৪ সনে হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের ১৯তম সালানা জলসা কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক জলসায় রূপ নেয়। এ বছর এই জলসায় উপস্থিতি ছিল ৩ হাজার। ২০০২ সনের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে। এতে ৭৪টি দেশের ১৯ হাজার ৪ শত জন উপস্থিত ছিলেন। ২০০৬ সনের জলসা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের হাদীকাতুল মাহদীতে। এ জলসায় ৮১ দেশ থেকে ২৯ হাজার ৮শ জনেরও বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত হন। ২০১১ সনের জলসা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের হাদীকাতুল মাহদীতে। এ জলসায় ৯৬ টি দেশেরে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, সাংসদ সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও অংশগ্রহণ করেন। এ জলসায় ৩০ হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই সালানা জলসা সারা বিশ্বের কেন্দ্রীয় জামা'ত ও স্থানীয় জামা'তের মাঝেও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতি বছর।

বাংলাদেশও এক এক করে আজ ৮৮তম জলসা করতে যাচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এসব জলসার মাধ্যমে শান্তি ও আল্লাহকে লাভ করা যায় বলেই দিনের পর দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহাসমারোহে পালিত হয়ে আসছে এই জলসা।

আর সারা বিশ্বে এই জলসা পরিপূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ এ জলসা আর ছোট্ট পরিসরে নয় বা একটি–দু'টি দেশে সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা বিশ্বের প্রায় ২০০ শত দেশে হাজারো স্থানীয় জামা'তে বিশাল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়। এখন আর এই সালানা জলসার উপস্থিতির হিসাব শ'তে নয় বরং লাখে পরিণত হয়েছে। এই জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সরাসরি

জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে এ জলসায়। যোগদানকারীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আর সাক্ষাৎ লাভে ভাইদের পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এ জামা'তে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন-জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।

এ সব জলসায় একটি সামাজিক কল্যাণ তাদের এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, তারা ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ কাঠিণ্য অপরিচিত ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্ল?াহ্‌র সমীপে চেষ্টা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্ল?াহুল ক্বদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ ইত্যাদি (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তাআলা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না এটা ঐ বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তাআলা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না। (মজমুয়া ইশ্‌তিহারত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার গুরুত্ব বুঝাতে আরও বলেন ঃ

"এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামাতের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রার্তৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেয়" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৬ পৃঃ ৩৯৪)।

"যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনানো হবে যা আস্থা, ঈমান ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে।

আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে বিশেষ আকুতি জানানো হবে, আল্লাহ্ যেন নিজের কাছে এদের টেনে নেন এবং নিজ বান্দা হিসেবে এদের কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন, পরিচিত হবেন এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রার্তৃত্ব বন্ধনে উন্নতি লাভ করবেন।.....এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" (ইশতিহার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং, রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫২)।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার সাথে সাথে জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের জন্য দোয়ার এক প্রস্রবণও রেখে গেছেন। তিনি (আ.) বলেছেন ঃ "পরিশেষে আমি দোয়ার সাথে শেষ করছি। যেসব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তাআলা তাদের সাথী হোন, তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকালে তাঁর সে সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন"! (মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃ-৩৪২)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত ৩০ জুলাই, ২০০৪ ইসলামাবাদে (টিলফোর্ড ইউ, কে) প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসা সম্পর্কে বলেছেন, " এ জলসার আহ্বান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল এই ঃ আমাদের জামাতের লোক কিভাবে বার বার সাক্ষাতে নিজের মাঝে পরিবর্তন লাভ করে যেন তাদের মন আখেরাতের প্রতি সর্বৈব ঝুঁকে যায় আর তাদের মাঝে খোদা তাআলার ভয় সৃষ্টি হয়, তারা সাধনা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও পরহেযগারী আর কোমল হৃদয় ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়। বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে উৎসাহ অবলম্বন করে।"

তাই আমাদেরকে জলসায় যোগদান করে জলসার পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করা উচিত। এ বরকত মন্ডিত জলসায় অংশগ্রহণ করে আমরা মহান খোদা তাআলার অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারবো বলে আমরা আশা রাখি।

লেখক: মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর চির বিদায়

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

গত ডিসেম্বর মাসে মোয়াল্লেম ওয়াকফে জিন্দেগীর একজন অন্যতম খাদেম, জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ও খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্যকারী এবং আমাদের অতি সম্মানিত শ্রদ্ধার পাত্র মৌ. আবুল কাশেম আনসারী সাহেব ইহজগত ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ২০ ডিসেম্বর ২০১১ রোজ মঙ্গলবার, বেলা ১-৪৫ মিনিটে তিনি নরসিংদীর পলাশস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের নামাযে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয় চরসিন্দুর জামাতে। মরহুমের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কেন্দ্র থেকে মোহতরম মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব আমীর-২ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি জামাতের একজন নিবেদিত প্রাণ এবং সফল ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার জন্ম ১৯৩৫ সনের নভেম্বর মাসে। তার পিতা মরহুম মওলানা মজিদ আনসারী পীর আসাম ও লাকসাম। মাতা মরহুমা হাসিনা বেগম অত্যন্ত পর্দানশীন মহিলা ছিলেন। মরহুম আনসারী সাহেব ১৯৫১ সনে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে উলা ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৫২ সনে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯৫৩/৫৪ সনে তিনি সেটেলমেন্ট (ভূমি জরিপ) অফিসার পদে চাকুরী করেন। এ পেশাতে দীর্ঘদিন তিনি থাকতে পারেন নি। কারণ এ পদে অধিক হারে ঘুষের প্রচলন ছিল। তাই এই চাকুরী তিনি ছেড়ে দেন।

১৯৫৫/৫৬ সনে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধীনে এল, এম, এফ ন্যাশনাল ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর উনার মরহুম পিতার ওসীয়্যত অনুযায়ী ১৯৫৭ইং সনের নভেম্বর মাসে কোন এক বুধবার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদী হন। তার পিতার নসিহত ছিল পীর পন্থিতে ঝুঁকবে না। শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন হওয়ার কথা তাই তিনি আসলে যেন তাঁর হাতে বয়আত নিবে এবং আমার ছালামও পৌঁছাবে। সে মোতাবেক তিনি সত্য মাহদীকে চিনে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং সত্যিকার ইসলামের সন্ধান পেয়েছেন।

মরহুম ১৯৬০ সনে করাচী হোমিও কলেজ থেকে ডি, এইচ, এম, এইচ ডিগ্রী লাভ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

বয়আত গ্রহণের পর তিনি দুনিয়াবী ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব ও জামাতের অন্যান্য বুযুর্গদের স্মরণাপন্ন হন এবং পরামর্শ চান যে, আমি কিভাবে জামাতের খেদমত করতে পারি? তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ১৯৬৩/৬৪ইং সনে জীবন উৎসর্গ করেন এবং আহমদীয়া জামাতের মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ধর্ম-সেবায় রত থাকেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ আহমদীয়া জামাত কটিয়াদীতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ২০০২ সনে কেন্দ্রের নির্দেশে অবসর গ্রহণ করেন। *[প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ করলেও দ্বীনের খেদমতে তিনি সদা নিবেদিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্‌-র 'যয়ীম' এর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছিলেন। তাঁর সকল সেবা আল্লাহ্‌ তাআলা কবুল করুন আর তাঁর বংশধরদের মাঝেও সেবার এই নমুনা ও স্পৃহা সদা জাগরুক রাখুন।–সম্পাদক]*

মরহুম মৌ. আবুল কাশেম আনসারীর সাথে আমাদের মোয়াল্লেমদের খুব সুমধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। সুগন্ধি লাগাতেন, মাঝে মাঝে আমাদেরকেও আদর করে লাগিয়ে দিতেন। তার চেহারাতে সব সময় প্রফুল্লতা বিরাজ করতো। তিনি হাসিমুখে থাকতেন। নামাযের প্রতি পাবন্দ ছিলেন। ভালো কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আমাদেরকে ছোট ছোট ভুলগুলো শুধরিয়ে দিতেন। সবসময় ভাল পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। মজার বিষয় ছিল তিনি আমাদেরকে বাবা বলে ডাকতেন। আমরা যখন মোয়াল্লেম রিফ্রেসার্স কোর্সে একত্রিত হতাম তখন সবাই উনাকে নিয়ে অনেক মজা করতাম। কখনো তিনি রাগ করতেন না। তিনি তার বড় ছেলেকে ডাকতেন 'বাবা মাহমুদ' মেঝো ছেলেকে ডাকতেন 'বাবা নাসের'। তাই আমরাও তাঁকে আনন্দ করে ডাকতাম 'বাবা আনসারী'। উনি খুব সুন্দর করে জবাব দিতেন। তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। উনার একান্ত সহকর্মী মরহুম মৌ. হাফেজ সেকান্দর আলী ও মৌ. ইসরাইল দেওয়ান। উনারা যখন একত্রিত হতেন তখন খুব আনন্দ করতেন, মনে হতো এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ তারা, কখনো তাদের মাঝে মনোমালিন্য হতে দেখিনি।

নিজ সন্তানদের প্রতি তার খুব ভালোবাসা ছিল। সবসময় নসিহত করতেন। নামাযের প্রতি মনোযোগী হতে বলতেন। মরহুম তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মরহুমের এক ভাই আলহাজ্জ গিয়াস উদ্দিন আনসারী আহমদী হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি রংপুর আছেন। মরহুমের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে। বড় ও মেঝো ছেলে যথাক্রমে মাহমুদ আহমদ আনসারী ও নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। আর ছোট ছেলে ওয়াসীম আহমদ আনসারী। একমাত্র কন্যা আমাতুন নূর (তনু), ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্বামীর বাড়ীতে আছেন। মরহুমের স্ত্রী মিনারা আনসারী, যিনি জন্মগত আহমদী পলাশ, নরসিংদীতে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

মরহুম জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রথম দিকে অনেক কষ্টের মাঝে দিন অতিবাহিত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না। সর্বদা খোদার নিকট সাহায্য চাইতেন।

নরসিংদীর পলাশে নিজ বাড়ীতে মরহুম ও তার স্ত্রী তাদের হোমিও আরোগ্য নিকেতন এর মাধ্যমে এলাকার জনগণের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

সর্বশেষে আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা নিবেদিত প্রাণ এই ওয়াকফে জিন্দেগীকে জান্নাতের উচ্চতম স্থান দান করুন আর পরিবারের সবাইকে সাবরে জামীল দান করুন, আমীন।

লেখক-মোয়াল্লেম ওয়াকফে জিন্দেগী

সংবাদ

তেজগাঁও জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল ওয়াদুদ। জলসার শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত করেন তায়েব রেদওয়ান, নযম পাঠ করেন আহনাফ হাসান অনন্ত। আলোচনা পর্বে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর বাল্যকাল, ইসলাম প্রচারে রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর মর্যাদা' বিষয়ে পর্যায় ক্রমে বক্তব্য রাখেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম, স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম এবং মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন। সব শেষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট। দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় প্রায় ৪০জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ২৫/১১/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহতরমা উজমা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারজানা সহিদ শিলা। দোয়া পাঠ করান ভাইস প্রেসিডেন্ট। হাদীস পাঠ করে শুনান শাহজাদী রোকেয়া। মালফুযাত পাঠ করেন সাজিয়া সুষান। অনুষ্ঠানে কাসিদা পড়ে শুনান নাসেরাতদল শাফী, ইউমনা, ফাতিহা ও সেতুলী। দুরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মরিয়ম সুলতানা। নযম পাঠ করে বড় নাসেরাত খিলাত সাজিয়া, শিমরান ও আয়শা। মহানবী (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন আঁখিনূর চন্দন। সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় ৫৭ জন লাজনা এবং ১৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার বার্ষিক বনভোজন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখ বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বনভোজনে লাজনা, নাসেরাত, ছোট আতফাল ও খোদ্দাম সহ মোট ১২৩ জন অংশগ্রহণ করেন। বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের আট গ্রুপে বিভক্ত করে বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লাজনা, নাসেরাত সকলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ও শান্তনা পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। মহান খোদার অশেষ কৃপায় পূর্ণ সফলতার সাথে শেষ হয় বনভোজনের আয়োজন, আলহামদুলিল্লাহ্।

শাহজাদী রোকেয়া

রাজশাহী রিজিওনাল আনসারুল্লাহ্ ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ২ ও ৩ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ রাজশাহী রিজিওনাল আনসারুল্লাহ্ বার্ষিক ইজতেমা তাহেরাবাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ২রা ডিসেম্বর বাদ জুমুআ ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল জলিল, নায়েব সদর, আউয়াল। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী রিজিওনাল নায়েম জনাব আব্দুল খালেক মোল্লা এবং আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, কায়েদ তবলীগ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে তালিম তরবিয়ত ও তবলীগের গুরুত্ব তুলে ধরে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

৩ ডিসেম্বর তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে খেলাধুলা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ যোহর সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ১৫টি স্থানীয় মজলিস থেকে প্রায় ৬০ জন আনসার অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমা কমিটির আহ্বায়ক ও স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ইউসুফ আলী প্রামানিক ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন। আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

কৃতী ছাত্রী

মহান আল্লাহ্ তাআলার ফজলে আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা মরিয়ম সিদ্দিকা ২০১১ইং সালে আহমদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে এবং আমাদের প্রথম কন্যা সাদিয়া সিদ্দিকাও ২০১১ সালে পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জে এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য সে পঞ্চম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলা যাতে দুই বোনের শিক্ষার পথ সুগম করেন এবং পরবর্তীতে আরো ভালো রেজাল্ট করার তৌফিক দান করেন সে জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার প্রার্থনা করছি।

মহিউদ্দিন আহমদ

ঢাকা জামাতের মুসিয়ান সম্মেলন ২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ০২/১২/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার মুসিয়ান সম্মেলন-২০১১ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স, ৪নং বকশীবাজার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী ওসীয়্যত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

সম্মেলনে ঢাকা জামাতের সকল হালকা থেকে মুসী এবং মুসীয়ানগণ অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত এবং সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এরপর মোহতরম

ন্যাশনাল আমীর সম্মিলিত দোয়া পরিচালনা করেন এবং উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ঢাকা জামাতের ওসীয়্যত দপ্তরের বাৎসরিক কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন জনাব এস, এম, আব্দুল আজিজ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত, ঢাকা জামাত "ওসীয়্যতকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন মোহতরম মাহবুবুর রহমান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত। "নেযামে ওসিয়্যত বিশ্বশান্তির একটি অতুলনীয় ব্যবস্থাপনা"–এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

শেষের দিকে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মুসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত। সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। অত:পর সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

বশীর উদ্দিন আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের বার্ষিক বনভোজন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ২৫-১২-২০১১ রোজ রবিবার বার্ষিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বনভোজনের আয়োজন করা হয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা মসজিদ প্রাঙ্গনে। সকাল ১০ ঘটিকায় দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত বনভোজনে বিভিন্ন খেলাধূলায় লাজনা নাসেরাত বোনেরা অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের নামায ও খাবারের পর লাজনা ও নাসেরাত বোনেরা পুণরায় বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন।

বনভোজনে লাজনা, নাসেরাত ও শিশুসহ মোট ৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়, পুরস্কার প্রদান করেন দিলরুবা বেগম মায়া, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মোকাররম আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব

বিষয় ঃ ওয়াক্‌ফে জাদীদের ২০১২ সনের বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ভাল আছেন। আপনারা অবগত আছেন যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫৫তম বৎসরের ঘোষণা হুযূর (আই.) ৬ই জানুয়ারী-২০১২ জুমুআর খুতবায় দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি আহমদীগণের চাঁদা আদায় ও মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং বর্তমান সময়ের মালী কুরবানীর কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে যারা পূর্বের বছরের চেয়ে বেশী চাঁদা আদায় করেছেন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেছেন এবং তাহাদের রিযিকে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়া করেছেন। ঐ সকল চাঁদা দাতাদের জামা'তকে যেন আল্লাহ্ আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন সেই দোয়াও করেন। হুযূর (আই.) সকল আহ্‌মদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বছরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জামা'তের কেউ যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন সেই বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। এই ৫৫তম বছরের চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশী করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ২০১২ সালের ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেট তৈরী করে (নাম ও টাকার পরিমাণ সহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য যে, মার্চের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.) এর নিকট অত্র দপ্তর হতে পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হোন। আমীন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
মোবাইল ঃ ০১৭১৪-০৮৫০৭০

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এ বিজয় দিবস উদযাপন

গত ৩০/১২/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলোওয়াত করেন তায়েব রেদওয়ান, নযম পাঠ করেন আহনাফ হাসান অনন্ত।

আলোচনা পর্বে স্বচক্ষে দেখা মুক্তি যুদ্ধের বর্ণনা দেন স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। এর পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দৃষ্টিতে মুক্তি যুদ্ধ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন। শেষে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কায়েদ। দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে বিজয় দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামে বার্ষিক কর্মশালা উদযাপিত

গত ২১ অক্টোবর রোজ শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে ১২: ৩০ মি: পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম এর বার্ষিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা শুরু করা হয়। কর্মশালায় লাজনাদের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়, এতে লাজনা ইমাইল্লাহর সদর উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই শূরার প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় ইজতেমা, শুরা এবং ওয়ার্কশপ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী লাজনাদের আমেলার সদস্য অনুযায়ী স্থানীয় জেনারেল সেক্রেটারী তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

রোকসানা বেগম

ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ তাহাজ্জুদ নামায ও ইজতেমায়ী দোয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফতুল্লার উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ দিবাগত রাত ৪: ৪০ মনিটে মসজিদ নূরে ইংরেজী নববর্ষকে স্বাগত ও বিগত বছরের ভুলভ্রান্তির ক্ষমা উপলক্ষ্যে এক বিশেষ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বাদ ফজর সংক্ষিপ্ত দরস প্রদান করার পর বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি ও জামাতের অগ্রগতি, নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, ভুলত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা এবং হুযূর (আই.) এর জন্য বিশেষ দোয়ার তাহরীক রেখে ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়। উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযে সর্বমোট ৩১ জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

শুভ বিবাহ
"ইয়ে রোজকার মোবারক সুব্‌হানা মাইয়ারানি"

পাত্রী : নাজ আফ্‌রিন সুলতানা,
পিতা : জনাব শফিক আহমদ,
মাতা : মিসেস মরিয়ম সুলতানা (নীনা),
ভবন- ৫ এ/ফ্লাট-১৯, কাজী নজরুল ইসলাম রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭-এর সাথে

পাত্র : আজিজ আহমদ (আসিফ),
পিতা : জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই
মাতা : মিসেস আমাতুল্লাহ্ হাই,
দিগরাজ, মংলা, জেলা : খুলনার অধীনস্থ মংলা হালকা। ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় বিয়ে সম্পন্ন হয়।

উপরোল্লিখিত বিয়ে গত ২৩.১২.২০১১ইং তারিখ, শুক্রবার ঢাকার বকশি বাজারস্থ (দারুত তবলীগ) কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জুমুআ অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ উক্ত বিবাহের এলান করেন ও মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এই বিয়েতে দোয়া পরিচালনা করেন। বিয়েতে জামাতের বহু আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নি দোয়ায় শামিল হন।

সবশেষে এই শুভ বিবাহ যেন জামাতের জন্য কল্যাণময় হয় এবং উভয় পরিবারের জন্য ভবিষ্যতে সুখ সমৃদ্ধি দান করেন তার জন্য সকলের নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি।

[রিশতানাতা বিভাগের রেজিস্ট্রেশন নং-৯৫০/২০১২]

শফিক আহমদ ও
মিসেস মরিয়ম সুলতানা (নীনা), ঢাকা

পুরুলিয়া হালকায় বিশেষ ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

গত ৩০/১২/১১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত পুরুলিয়ার হালকা ভরতপুর-এ ওয়াকারে আমল করা হয়। ওয়াকারে আমলে মসজিদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় মাটি ফেলা হয়। ওয়াকারে আমলে পুরুলিয়া মজলিসের ১০জন খোদ্দাম, ১জন আতফাল, নাজিরপুর এবং মহারাজপুর মজলিসের-১জন করে খোদ্দাম, তেবাড়িয়া মজলিসের ৩জন খোদ্দাম, ১জন আতফাল এবং ১জন আনসার, এবং ২ জন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আরো অংশ নেন মোবাশ্বের মুরুব্বী মওলানা শরিফ আহমদ আফ্রাদ এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. শামীম আহমদ ও তেবাড়িয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মহসীন আলী রেজা।

হাফিজুর রহমান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (১৪তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২৬ জানুয়ারী থেকে ২৯ জানুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪ দিন বাংলাদেশ সময় প্রতিদিন রাত ৮.৩০ মি. থেকে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সময়সূচী ঃ

দিন ও তারিখ	জিএমটি	বাংলাদেশ সময়	ব্যাপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৬/০১/২০১২	১৪.৩০	রাত ৮.৩০ মি.	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৭/০১/২০১২	১৪.৩০	রাত ৮.৩০ মি.	১.৩০ ঘন্টা
শনিবার ২৮/০১/২০১২	১৪.৩০	রাত ৮.৩০ মি.	২ ঘন্টা
রবিবার ২৯/০১/২০১২	১৪.৩০	রাত ৮.৩০ মি.	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 13th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15 January, 2011 | Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com